ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-152 ■ 10 March, 2025 ■ আগরতলা ১০ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ২৫ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভারতের

দুবাই, ৯ মার্চ।। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভারতের। ২৫ বছর পর নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন রোহিতেরা। ৯ মাস সময়ের মধ্যে জোড়া আইসিসি ট্রফি। ডাবল ধামাকা। দ্বি-মুকুট জয় ভারতের। মোটকথা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতলো ভারত। নিউজিল্যান্ডকে হারালেন রোহিত শর্মারা। ২৫ বছর আগে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছেই হেরেছিল ভারত। সেই পরাজয়ের মোক্ষম জবাব দিলেন রোহিতেরা। রবিবার দুবাইয়ের মাঠে নিউজিল্যান্ডকে হারালো টিম ইন্ডিয়া। তবে জয়টা যেন কর্তৃত্বপূর্ণ। যতটা সহজে জেতা উচিত ছিল তা কিন্তু হলো না। নিউজিল্যান্ডও যথেষ্ট লড়াই করেছে। শেষ পর্যন্ত বাজিমাৎ টিম ইন্ডিয়া। অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হলেন রোহিত শর্মারা। ২৫ বছর আগে চ্যাম্পিয়ন ট্রফির ফাইনালে সৌরভ গাঙ্গুলীর টিম ইন্ডিয়া নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে রানার্স ট্রফিতে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। গত বছর জুন মাসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও ভারতের ঘরে। ৯ মাসের মধ্যে অধিনায়ক হিসেবে দ্বি-মুকুট জিতলেন রোহিত শর্মা। কোচ হিসেবেও অত্যন্ত সফল গৌতম গম্ভীর। নিজের প্রথম আইসিসি ট্রফিতে দলকে চ্যাম্পিয়ন করলেন তিনি। তবে টস নিয়ে একটা কথা বলতেই হচ্ছে।

চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একটি ম্যাচেও কিন্তু টস রোহিত শর্মার ফেভারিট ছিল না। ফাইনালেও তথৈবচ চেহারা। একদিনের ক্রিকেটে পরাজয়ের নজির করেছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তবে টস কিন্তু কোনও ফ্যাক্টর হিসেবে ধরা দেয় নি। শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি রোহিতের চোখে-মুখেই। টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরুটা কিন্তু মন্দ করেনি নিউজিল্যান্ড। দুই ওপেনার রাচীন রবীন্দ্র ও উইল ইয়ং দ্রুততার সঙ্গে রান করছিলেন। দুই পেসার মোহাম্মদ শামি ও হার্দিক পান্ডিয়াকে নিশানা করেন তাঁরা। দেখে মনে হচ্ছিল বড় রানের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেন দুই ওপেনার। মূলতঃ তাঁদের আটকাতেই পাওয়ার প্লে-র মধ্যেই স্পিনারের হাতে বল তুলে দিলেন রোহিত। ভারতকে আরও একবার ম্যাচে ফেরালেন বরুণ চক্রবর্তী। রাচীন বড় শট মারতে গিয়ে ক্যাচ তুলেন। কিন্তু ব্যর্থ শ্রেয়স। ১৫ রানের মাথায় ইয়ংকে আউট করে নিউজিল্যান্ডকে প্রথম আঘাত হানেন ভারতীয় স্পিনার। গ্লেন ফিলিংস হাত খুলে মারার চেষ্টা করতেই ব্যক্তিগত ৩৪ রানে বোল্ড করেন বরুন। ৪৫ রানের বিনিময়ে দুই উইকেট দখল বরুণের। দশ ওভারে ৪০ রান দিয়ে দুই উইকেট নেন কুলদীপ। দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করে ড্যারিল মিচেল একানব্বই বলে নিজের অর্ধশত রান করেন। শেষে ৬৩ রানে শামির শিকার হন। ব্রেসওয়েল একটু ভালোই সাফল্য পেয়েছেন, তাঁর অপরাজিত ৫৩ রান দলকে সাত উইকেট হারিয়ে ২৫১ রানে দাঁড় করায়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রান তারা করতে নেমে আগ্রাসী ইনিংস খেললেন রোহিত। ছক্কা দিয়ে ইনিংস শুরু করে শেষ পর্যন্ত ৭৬ রান করে রাচীনের বলে আউট হলেন তিনি। কোহলির আজ ব্যাড প্যাচ ছিল। অবশেষে ছয় বল বাকি থাকতে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় টীম ইন্ডিয়া। শেষ ওভারে মনে হয়েছে নিউজিল্যান্ড আর কুড়ি রান বেশি করতে পারলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতো। উল্লেখ্য, প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার রোহিত শর্মার হাতে আসলেও প্লেয়ার অব দ্যা টুর্নামেন্ট শিরোপা কিন্তু রাচীন রবীন্দ্রের দখলে।

বিজেপি সরকারের ২ বছর পূর্তিতে সমাবেশে দুই প্রকল্পের ঘোষণা

বিজেপি জমানায় রাজ্যে অপরাধের হার কমেছে ৩০ শতাংশ ঃ নাড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। ত্রিপুরা বাম জমানায় রক্ত রঞ্জিত ছিল। আজ সেই রাজ্য বিজেপি জমানায় অপরাধের হার ৩০ শতাংশ কমেছে। আজ দ্বিতীয় বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়েজিত জনসমাবেশে সিপিএমের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। সাথে তিনি যোগ করেন, নেশা মুক্ত ত্রিপুরার গড়ার লক্ষ্যে প্রশংসনীয় কাজ করেছে বিজেপি সরকার।

এদিন শ্রী নাড্ডা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়েছে। কারণ, বিজেপি সরকার সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে। বিজেপির নীতিই জনগণের সেবা করা। বিজেপি কখনো ক্ষমতার লাভের জন্য রাজনীতি করে না, বলে দাবি করেন তিনি।তাঁর কথায়, ২৭ বছর পর দিল্লিতে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আপ-এর পরাজয় নিশ্চিত ছিল। কারণ, আপ সরকার দূর্নীতিতে নিমজ্জিত। বিজেপি সরকারের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর দিল্লি আপমুক্ত হয়েছে। তেমনি, দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ত্রিপুরায় উন্নয়নের সরকার ক্ষমতা এসেছি। তারপর থেকে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরা উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে যাচ্ছে। বিজেপি সরকারের নেতৃত্বে রাজ্যে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। জাতীয় সড়ক থেকে শুরু করে ইন্টারনেট পরিষেবা পর্যন্ত রাজ্যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, ত্রিপুরায় পূর্বে বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে চলা সরকার আর বর্তমানে ডাঃ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী দিনে আরও ৮ হাজার চাকরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। ৩৫ বছরের দীর্ঘ অপশাসনে ত্রিপুরাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে সিপিএম ও কংগ্রেস। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার গঠনের পরেই রাজ্যের মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। মানুষ কংগ্রেস, সিপিএমকে আর কোন অবস্থায় গ্রহণ করবে না। মানুষ আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন বলে ত্রিপুরায় আবার বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগামীদিনে আরো ৮, ০০০ চাকরি প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় দফার সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে রবিবার আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত ঐতিহাসিক জন সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সমাবেশে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা।

সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এই সমাবেশ থেকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে, যার মার্গদর্শনে ত্রিপুরা সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আমি ধন্যবাদ জানাই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে, যিনি সময়ে সময়ে আমাদের দিক নির্দেশিকা দিয়ে থাকেন। দীর্ঘ ৩৫ বছরের কমিউনিস্ট অপশাসন থেকে ২০১৮তে প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে আমরা ত্রিপুরাবাসী মুক্তিলাভ করি। খুন, সন্ত্রাস, রাজনৈতিক হিংসা, উগ্রপন্থীদের সৃষ্টি করার কারিগর এই সিপিএমকে সাধারণ মানুষ দেখেছে। কংগ্রেসকেও মানুষ দেখেছে। কংগ্রেসও তাদের থেকে ধার নিয়ে একই ধাঁচে শাসন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির নেতৃত্বে ত্রিপুরায় স্বর্ণযুগ পেয়েছে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। বিজেপি সরকারের শাসনে ত্রিপুরায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে, দাবি করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। আজ এক জনসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কমিউনিস্ট শাসনকালে ত্রিপুরার উন্নয়ন সম্ভব হয়নি, তবে বিজেপি এবং মোদীর নেতৃত্বে ত্রিপুরা একটি স্বর্ণযুগ পেয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পূর্বতন সরকার ৪৮,০০০ ঘর দিলেও, বর্তমান সরকার প্রায় ৪,৭০,০০০ ঘর প্রদান করেছে। এছাড়াও, ২২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের জাতীয় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাপক উন্নত হয়েছে, যা পূর্বে ছিল একমাত্র একটি কষ্টকর সড়ক পথ।

বিপ্লব দেব জানান, এখন কৃষকদের আয় ৬ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ১৩ হাজার টাকা পার ক্যাপিটা হয়েছে। এছাড়াও, ত্রিপুরায় রেল যোগাযোগের উন্নতি এবং রাজ্যজুড়ে বাড়িঘর ও রাস্তাঘাটের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়নে ২৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, যা দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, আগের সরকার স্রেফ জনগণকে নিরাশ করেছে, এবং বর্তমান সরকার ত্রিপুরার উন্নতির প্রকৃত উদাহরণ। রাজ্যের জনজাতিদের শোষণ করেছে কমিউনিস্ট পার্টি, বিজেপি সরকারের সাথে যুক্ত হওয়ার পর কমেছে প্রতিবাদ, এমনটাই মন্তব্য করেন সাংসদ।

তিনি দাবি করেছেন, বিজেপি সরকারের সাথে জোট বাঁধার পর পর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৮'র প্রতিশ্রুতি এখনো পূরণ হয়নি ফের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নাড্ডার ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। প্রতিবারের মতো এবারও বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। ২০১৮ সালে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিল সেগুলিও ৭ বছরে পূরণ করতে পারেনি বিজেপি।

রবিবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বলেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী ও যুব কংগ্রেস নেতা শাহজাহান ইসলাম।

কংগ্রেস নেতৃত্বরা অভিযোগ করে বলেন, ২০১৮ সালে যে প্রতিশ্রুতিগুলো বিজেপি সরকার দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি গুলি এখনও পূরণ করতে পারেনি বিজেপি। পুনরায় নতুন দুটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সেই দুটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কতটুকু সম্ভব হবে সেটাই বড় কথা। তাঁদের অভিযোগ, করোনাকালীন সময়ে আক্রান্ত হয়ে যাদের মৃত্যু হয়েছিল তাদেরকে ১০ লক্ষ টাকা সরকারি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ছিল সরকারের। সেই প্রতিশ্রুতি এখনো সম্পন্ন হয়নি। বেকারদের কর্মসংস্থান নেই। কলেজ পড়ুয়াদের স্মার্ট ফোন দেওয়ার কথা থাকলেও কতিপয় ছাত্র ছাত্রীর কাছে স্মার্টফোনের জন্য কিছু টাকা পৌঁছেছে।

কিন্তু বিশাল অংকের ছাত্রছাত্রীরা এখনো এই সুবিধা পায়নি। এছাড়াও জে পি নাড্ডা এদিনের জনসভায় বলেছিলেন, রথযাত্রার শতাংশ অপরাধ কমেছে। কিন্তু প্রতিনিয়ত রাজ্যে নারী গঠিত অপরাধ থেকে শুরু করে অপহরণের মতো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। বেকারদের কর্মসংস্থান নেই, চাকরির নিয়োগ পাচ্ছে না চাকরি প্রত্যাশীরা। শূন্যপদ পূরণ করা হচ্ছে না প্রভৃতি অভিযোগ এনে এদিন জে পি নাড্ডার শহর ঘিরে একরাশ ক্ষোভ উপরে যেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

রোগী থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ৯ মার্চ।। এবার মেলাঘর থানাধীন তকসাপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কতিপয় কর্মীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেন স্থানীয় জনতা। তাদের অভিযোগ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কতিপয় কর্মী রক্ত পরীক্ষার নামে স্যাম্পল সংগ্রহ করে রোগীর কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন।

অভিযোগ যে মেলাঘর থানাধীন তক্সাপাড়া এলাকার এক ব্যক্তি নিজেকে ল্যাব টেকনেশিয়ান পরিচয় দিয়ে রোগীদের নিকট থেকে রক্ত সংগ্রহ করে তা পরীক্ষা করার নামে হাতিয়ে নিচ্ছেন অর্থ। যা রোগীদের জীবনে অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করছেন স্থানীয় জনগণ। তাদের অভিযোগ এই দালাল যুবককে সরাসরি সহায়তা করছে তক্সাপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এক চিকিৎসক। সেই দালাল যুবকের নাম নগেন্দ্র দেববর্মা।

স্থানীয় সূত্রের খবর, নগেন্দ্র দীর্ঘদিন যাবত এক পর্যায়ে বেআইনিভাবে হাসপাতালে আগত রোগীদের নিকট থেকে রক্ত সংগ্রহ করছে। কিন্তু সে ল্যাব টেকনিশিয়ান নয়, তারপরও সে কি করে রক্ত পরীক্ষার স্যাম্পল সংগ্রহ করছেন তা নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে শুরু হয়েছে জোর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসুস্থ উপরাষ্ট্রপতিকে দেখতে এইমসে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.) ।। বুকে ব্যথা ও শরীরে অস্বস্তি অনুভব করায় দিল্লির এইমস-এ ভর্তি করানো হয়েছে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়কে। রবিবার ভোররাতে তাঁকে তড়িঘড়ি দিল্লির এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি। এইমস-এ গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, এইমস-এ গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছি। তাঁর আরোগ্য ও দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি।

এইমস সূত্রের খবর, এইমস-এর কার্ডিয়াক ডিপার্টমেন্টে চিকিৎসাধীন রয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি। তিনি স্থিতিশীল ও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। রবিবার ভোররাত ২টো নাগাদ আচমকাই বুকে ব্যথা অনুভব করেন ধনখড়। শুধু তাই নয়, শরীরে অস্বস্তিও বোধ করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার হৃদরোগ বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রাজীব নারাংয়ের অধীনে ভর্তি করানো হয় ধনখড়কে।

এইমস সূত্রে খবর, উপরাষ্ট্রপতির অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। তাঁর চিকিৎসার জন্য একটি মেডিক্যাল বোর্ডও গঠন করা হয়েছে। তাদের পর্যবেক্ষণেই রয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি।

ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ মার্চ।। কৈলাসহর খাওড়াবিল গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫ নং ওয়ার্ড এলাকার এক ব্যক্তি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে।

রবিবার সকালবেলা কৈলাসহর খাওড়াবিল গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫ নং ওয়ার্ড এলাকার এক ব্যক্তি ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে। বর্তমানে ঐ ব্যক্তির মৃতদেহ জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা রয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম নির্মল পাল(৪০)। তিনি আখের রস প্রতিদিন কৈলাসহর সেন্ট্রাল রোড এলাকায় বিক্রি করতেন। নির্মল পালের স্ত্রী এবং দুই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বটতলা নিজ দোকান থেকে উদ্ধার মালিকের ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। বটতলা শ্যামশ্রী রেস্টুরেন্টের দ্বিতীয় তলায় নিজ দোকান থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বটতলা ফাঁড়ির পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত ব্যক্তির নাম জয়দেব দত্ত। তার বাড়ি নরসিংগড়ে। রবিবার তার নিজের দোকান থেকেই উদ্ধার হয়েছে তার মৃতদেহ। বটতলা ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছেন, একটি খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দেখতে পান একটি ব্যক্তি মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছেন। ময়নাতদন্তের পরে আসল তথ্য অনুসন্ধান করা যাবে।

মৃত ব্যক্তির সহকর্মী অর্থাৎ ব্যবসায়িক পার্টনার সুদীপ ঘোষ জানান, উনার কাছে বাজার থেকে ফোন যায় যে একটি দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার পরেই দোকানে এসে তিনি দেখতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ১০ মার্চ ২০২৫ ইং
২৫ ফাল্গুন, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

প্রেমের বিয়েতে বাড়ছে কলহ, বিচ্ছেদ

পূর্ণ বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আমাদের চিরাচরিত রীতি নীতি। এক সময় বিবাহ বন্ধন সামাজিক ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। সমাজের যাবতীয় নিয়ম-কানুন মানিয়াই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইত। কিন্তু দিনকাল পাল্টাইতেছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা এখন বলতে গেলে অনেকটাই পাল্টাইয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের পছন্দে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে বহু ছেলে মেয়ে। তাতে অবশ্য বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অন্যায়ের কিছুই না। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এইসব পছন্দের বিয়ের বিয়েতে সুখ স্বাচ্ছন্দ কতটা দীর্ঘস্থায়ী হইতেছে সমাজ যত উন্নত হইতেছে ততই সামাজিক জীবনে বিড়ম্বনাও বাড়িতেছে। ডটকমের যুগে লাভ ম্যারেজ বা নিজেদের পছন্দের বিয়ে দিনের পর দিন বাড়িতেছে। অবশ্য তা অন্যায়ের কিছুই না। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় নিজেদের পছন্দের বিয়ে সমাজ স্বীকৃত। স্কুল কলেজে পড়াশোনা এবং কর্মজীবনে অনেকের মধ্যেই ভালোবাসার সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। এর সুবাদে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসিয়া জীবন সঙ্গী হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এটি কোন আইনে বাধা নয়। বরং এটি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ফ্যাশনে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় হইল নিজেদের পছন্দে অর্থাৎ লাভ ম্যারেজে বিয়ে হইলে অনেক ক্ষেত্রেই তা চিরস্থায়ী হয় না। দাম্পত্য জীবনে কলহ সহ বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বৃদ্ধি পাইতেছে। বিষয়টি অনেকটা অভিশাপের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসনে আগে যাহা ভাবাই যাইত না, এখন সেই 'লাভ ম্যারেজ'ই স্বাভাবিক। তুচ্ছ কারণে কথায় কথায় প্রেমের বিয়েতে ডিভোর্সের ঘটনাও বাড়িতেছে পাল্লা দিয়া। অথচ হিন্দু বিবাহ আইনে বিচ্ছেদ নিয়া যে সব কথা লেখা রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য পাওয়া যাইতেছে না অধিকাংশ সময়েই। সেই কারণেই একটি মামলার শুনানিতে এবার হিন্দু বিবাহ আইনে সংশোধন আনিবার সুপারিশ করিল এলাহাবাদ হাই কোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, প্রেম করিয়া বিয়ে করিলে দাম্পত্য কলহ বেশি হয়। যাহার জেরে বিবাহ বিচ্ছেদ বেশি হইতেছে। হিন্দু বিবাহ আইনে, যে যে কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলা হইয়াছে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহা আর প্রযোজ্য নয় বলিয়াই দাবি বিচারপতি বিবেককুমার বিড়লা এবং বিচারপতি ডোনাডি রমেশের ডিভিশন বেঞ্চের। সেই কারণে যুগের সঙ্গে তাল মিলাইয়া হিন্দু বিবাহ আইনে বদল আনিবার জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। সম্প্রতি এক যুবকের বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দিয়া উচ্চ আদালত মন্তব্য করে, ১৯৫৫ সালে যে সময়ে এই আইনটি প্রণয়ন করা হইয়াছিল, সেই সময়ের বিয়ের সঙ্গে এখনকার বিয়ের ধরন অনেক আলাদা। এখন যেভাবে বিয়ে হয়, তাহা তখন শোনাই যাইত না। বিয়ের সঙ্গে জুড়িয়া থাকা আবেগ এবং শ্রদ্ধা বর্তমানে বদলাইয়া গিয়াছে শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জাতপাতের তোয়াক্কা না করা, আধুনিকতা এবং পশ্চিমি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের কারণে বিয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বদল হইয়াছে। বিচারপতিদের মতে, সমাজ এখন আরও বেশি উদার ও স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে। দাম্পত্য অটুট রাখা নিয়া আগের মতো আবেগের প্রয়োজন হয় না। ভালোবাসার সম্পর্ক আরো নিবিড় হোক এটাই প্রত্যাশা।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ: প্রথম ফাইনাল জিতে শিরোপার পথে এগিয়ে গেল লিভারপুল

লিভারপুল, ৯ মার্চ (হি.স.):লড়াইটা ছিল টেবিলের শীর্ষ দলের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী দলের। কিন্তু তাতেও ম্যাচে উত্তেজনা ছড়াল। প্রথমে পিছিয়ে পড়ে লিভারপুল শিবির চিন্তায় পড়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ঝড় তুলে বড় ব্যবধানেই জয় তুলে নিল আর্না স্লটের দল লিভারপুল।

অ্যানফিল্ডে শনিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে লিভারপুল। প্রথমার্ধে একচেটিয়া আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে পিছিয়ে পড়ে লিভারপুল। বিরতির ঠিক আগে সবাইকে হতবাক করে ১ গোলে এগিয়ে যায় প্রথম ২৭ রাউন্ডে মাত্র তিনটি জয় পাওয়া দলটি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ৫১ থেকে ৫৩ এই তিন মিনিটের ব্যবধানে দারউইন নুনেস ও মোহামেদ সালাহর গোলে ২-১এ এগিয়ে যায় লিভারপুল। শেষ দিকে আরেকটি সফল স্পট কিকে ৩-১এ জয় নিশ্চিত করেন সালাহ। এটি তার ২৭তম গোল। তার চেয়ে ৭ গোল কম করে এবারের লিগের গোলদাতার তালিকায় দুইয়ে আর্লিং হলান্ড। লিভারপুলের জার্সিতে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মরসুমে সালাহর হয়ে গেল ৩২টি গোল।

২৯ ম্যাচে ২১ জয় ও ৭ ড্রয়ে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। দুই ম্যাচ কম খেলে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আগামী মঙ্গলবার শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে পিএসজির বিপক্ষে ঘরের মাঠে খেলবে লিভারপুল। এরপর আগামী রবিবার শিরোপা লড়াইয়ে মাঠে নামবে সালাহ-নুনেসরা, লিগ কাপের ফাইনালে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে।

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মুখোমুখি পরিসংখ্যান

কলকাতা, ৯ মার্চ(হি.স.): রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত এবং নিউজিল্যান্ড।এই টুর্নামেন্টে এটি দুই দলের মধ্যে দ্বিতীয় ম্যাচ। গ্রুপ পর্বের লড়াইয়ে ভারত নিউজিল্যান্ডকে ৪৪ রানে হারিয়েছে।

তবে, কিউইরা ২০০০ সালে শেষবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নকআউট ম্যাচে মেন ইন ব্লু-এর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতে জয়লাভ করেছিল চার উইকেটে। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি:**খেলা ম্যাচ: ২টি**ভারত জিতেছে: ১টি**নিউজিল্যান্ড জিতেছে: ১টি।**শেষ ফলাফল: ভারত ৪৪ রানে জয়ী (দুবাই; ২০২৫)।

মত্ত অবস্থায় গড়াগড়ির অভিযোগ পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি.স.): কলকাতা মেডিকেল কলেজে এক পুলিশ কর্মীর অদ্ভুত কাণ্ডে চাঞ্চল্য ছড়াল। অভিযোগ, কর্তব্যরত অবস্থায় মত্ত অবস্থায় ছিলেন কলকাতা পুলিশের ওই কর্মী। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে দেখা যায় আচমকা জরুরি বিভাগের সামনে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছেন এক পুলিশ কর্মী। অভিযোগ, মত্ত অবস্থায় ছিলেন ওই পুলিশ কর্মী।

খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে আসে হাসপাতালে থাকা অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। তাঁরাই এসে ধরাধরি করে ওই মত্ত পুলিশ কর্মীকে ভিতরে নিয়ে যান। স্বাভাবিকভাবেই এ ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ওই পুলিশ কর্মীর দায়বদ্ধতা নিয়ে।

আইনজীবী, বাংলা গায়ক ও সুরকার অতুলপ্রসাদ সেন

প্রাথমিক জীবন ঃ ১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর ঢাকায় তার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের আদি নিবাস শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার মগর গ্রামে। অতি অল্পবয়সেই অতুলপ্রসাদ পিতৃহারা হন। বাল্যকালে পিতৃহীন হয়ে অতুল প্রসাদ ভগবদ্ভক্ত, সুকণ্ঠ গায়ক ও ভক্তিগীতিরচয়িতা মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। পরবর্তীকালে মাতামহের এসব গুণ তার মাঝেও সঞ্চালিত হয়। মাতামহের নিকটই সঙ্গীত ও ভক্তিমূলক গানে তার হাতেখড়ি। অতুল প্রসাদ ১৮৯০ সালে প্রবেশিকা পাশের পর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে (অধুনা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন ও কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। পরে লন্ডনে গিয়ে আইন শিক্ষা করেন। ইংল্যাণ্ড যাবার পথে ভেনিসের কাছে জাহাজে বসেই একটা বিদেশি গানের সুরে মোহিত হয়ে ঐ সুরকে মাথায় রেখে অতুলপ্রসাদ প্রথম লিখে ফেলেন একটি বিখ্যাত গান — 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী'। লণ্ডনের মিডল টেম্পলে ব্যারিস্টারি পড়াকালীন ব্রিটিশ মিউজিয়াম ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয় তাঁর। চিত্তরঞ্জন দাশ, সরোজিনী নাইডু, অরবিন্দ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখদের সঙ্গে লণ্ডনেই সাক্ষাৎ ঘটে তাঁর। ব্যারিস্টারি পড়ার পাশাপাশি পাশ্চাত্য সঙ্গীত, নাটক, অর্কেস্ট্রা ইত্যাদি শুনতে শুনতে গানের ভিত তৈরি হয় তাঁর মনে। আইন পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৯৪ সালে তিনি বাংলায় ফিরে আসেন এবং রংপুর ও কলকাতায় অনুশীলন শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি লখনউ চলে যান এবং সেখানে অউধ বার অ্যাসোসিয়েশন ও অউধ বার কাউন্সিলের সভাপতি হন। লক্ষ্মৌতে তিনি যেখানে বাস করতেন তার জীবনকালেই তার নামে ঐ রাস্তার নামকরণ করা হয়। তার উপার্জিত অর্থের একটি বড়ো অংশ তিনি স্থানীয় জনসাধারণের সেবায় ব্যয় করেন। তার বাড়ি এবং গ্রন্থস্বত্বও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করে গেছেন। বাংলা ভাষা সাহিত্যে ও সঙ্গীতের এক অতি পরিচিত নাম অতুল প্রসাদ সেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গীতিকার ও গায়ক। বাংলাভাষীদের নিকট অতুল প্রসাদ সেন প্রধানত একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকার হিসেবেই পরিচিত। তার গানগুলি মূলত স্বদেশি সঙ্গীত, ভক্তিগীতি ও প্রেমের গান; এই তিন ধারায় বিভক্ত। তবে তার ব্যক্তি জীবনের

বেদনা সকল ধরনের গানেই কম-বেশি প্রভাব ফেলেছে। এজন্য তার অধিকাংশ গানই হয়ে উঠেছে করুণ-রস প্রধান।

বিবাহ ও লন্ডনের প্রবাস জীবন- ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে ব্যারিস্টারী ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে আইন পড়তে অতুলপ্রসাদ লণ্ডনে গমন করেন। কিছুদিন পর বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত সেখানে গেলে মামাতো বোন হেমকুসুমের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের প্রেম হয় এবং তিনি হেমকুসুমকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন ভারতবর্ষের আইনে ভাই-বোনে এরকম বিয়ে গ্রহণযোগ্য ছিল না। আর এ ব্যাপারে পরিবারের পক্ষ থেকে ওঠে প্রবল আপত্তি। অতুলপ্রসাদ তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। আইনজ্ঞ ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ তার কর্মগুরু সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পরামর্শক্রমে স্কটল্যান্ড গমন করেন; যেখানে এরূপ বিবাহ আইনসিদ্ধ ছিল। স্কটল্যান্ডে গিয়ে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে মামাতো বোন হেমকুসুমকে বিয়ে করেন অতুলপ্রসাদ।

বিলেতে পসার জমাতে পারেননি অতুলপ্রসাদ। এসময় মারাত্মক অর্থকষ্টের মোকাবিলা করতে হয়। দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় যার মধ্য একজনের অকাল মৃত্যু হয়। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জীবিত সন্তান দিলীপকুমারকে নিয়ে ভারতে তথা কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় আত্মীয়-স্বজনরা কেউ তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি।

এ বিয়ে শেষাবধি সুখের হয় নি। লখনউ বসবাস কালে অতুলপ্রসাদের মা হেমন্তশশীর দ্বিতীয় স্বামী দুর্গামোহনের মৃত্যু হয়। দুর্গামোহনের মৃত্যুর পর হেমন্তশশী লখনউ চলে আসেন পুত্রের সংসারে। এসময় শাশুড়ি বৌমার বচসা শুরু হয়। পরিণতিতে স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি। ছাড়াছাড়ি মিটিয়ে একসঙ্গে থাকার চেষ্টাও সফল হয় নি। হেমন্তশশী ও হেমকুসুমের দ্বন্দ্ব মেটেনি কখনো। হেমন্তশশীর মৃত্যুর পর ঘরে তার ফটো টাঙানো ছিল। তা সরিয়ে ফেলার দাবি তোলেন হেমকুসুম। কিন্তু মায়ের ছবিকে এভাবে অসম্মান করতে নারাজ অতুলপ্রসাদ। এবার হেমকুসুম চিরকালের জন্য স্বামীর ঘর ছেড়ে গেলেন, আর প্রত্যাবর্তন করেন নি।

লক্ষ্ণৌতে বসবাস- অতঃপর বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ করে তিনি কলকাতা ও রংপুরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি পরে লক্ষ্ণৌতে চলে যান। সেখানে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আইনজীবী

হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং আউধ বার এ্যাসোসিয়েশন ও আউধ বার কাউন্সিলরের সভাপতি নির্বাচিত হন। লক্ষ্ণৌ নগরীর সংস্কৃতি ও জীবনধারার সঙ্গেও তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯০২ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অতুল প্রসাদ আইন ব্যবসা উপলক্ষে লক্ষ্ণৌতে অতিবাহিত করেন। সে সময় তার বাংলোতে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই গানের আসর বসতো। আর সেই আসরে গান শোনাতে আসতেন আহম্মদ খলিফ খাঁ, বরকৎ আলী খাঁ এবং আব্দুল করিমের মতো বিখ্যাত ওস্তাদগণ। ভালো সঙ্গীতের আসর পেলে তিনি আদালত ও মক্কেলদের কথাও ভুলে যেতেন। অতুল প্রসাদ অধিকাংশ গান লক্ষ্ণৌতেই রচনা করেন।

পরবর্তীকালে যেসব শিল্পী তার গান গেয়েছেন তারা সুর-তালের ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করায় তা নিয়ে সর্বমহলে বির্তকের সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্যে অতুল প্রসাদই প্রথম ঠুংরির চাল সংযোজন করেন। এছাড়া রাগ প্রধান ঢঙ্গে বাংলা গান রচনা তার থেকেই শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, বাংলায় ঠুংরি গীতিধারার প্রথম প্রচলন করেন লক্ষ্ণৌর বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ। অতুল প্রসাদের বিশেষত্ব এই যে, তিনি বাংলা গানের সুর-তালের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেই হিন্দুস্তানি রীতির প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় তিনি উত্তর ভারতে কাটান। সেজন্য ওখানকার সাঙ্গীতিক পরিমন্ডলের সাথে মিশে গিয়ে তিনি হিন্দুস্তানি গীতপদ্ধতিকে রপ্ত করতে সমর্থ হন। তাই বাংলা গানে হিন্দুস্তানি ঢঙ্গের মিশ্রণ ঘটানো তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। অতুল প্রসাদের এই প্রয়াস বাংলা গানে একদিকে যেমন নতুনত্ব এনেছে অপরদিকে তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ উন্মুক্ত করে বাংলা গানের জগতে এক বন্ধনমুক্ত শৈল্পিক আবহ নিমার্ণে সক্ষম হয়েছে। হিন্দুস্তানি লঘু খেয়াল, ঠুংরি, ও দাদরা সঙ্গীতের সুষমামন্ডিত সুরের সংগে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল। হিন্দুস্তানি সুর সংযোজনায় বাংলা গানের কাব্যিক মর্যাদা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করলেও একটি স্বতঃফুর্ত সাঙ্গীতিকভাব তার প্রায় সকল গানে পরিলক্ষিত হয়। যেখানে সুর সঙ্গীতের মাধুর্য নিয়ে কথার ভাবকে ছাড়িয়ে গিয়েছে সেখানেই অতুল প্রসাদের সার্থকতা। তার ঠুংরি ও দাদরা ভঙ্গিও গানগুলি শৈল্পিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। এমন কয়েকটি গানের মধ্যে রয়েছে, কি আর চাহিব বলো

(ভৈরবী/ টপ খেয়াল), ওগো নিঠুর দরদী (মিশ্র আশাবরী-দাদরা), যাব না যাব না ঘরে (ঠুংরি) ইত্যাদি। তিনি রাগ প্রধান ঢঙ্গে বাংলা গানে যে সুর সংযোজন শুরু করেন, তা পরবর্তীকালে একটি শক্তিশালী ধারা হিসেবে বিকশিত হয়। কাজী নজরুল ইসলামের গান এবং রাগপ্রধান অঙ্গের অন্যান্য আধুনিক গান এভাবে একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে গড়ে ওঠে। ১৯৩৪ সালের ২৬ আগস্ট লক্ষ্ণৌয়ে এই মহান ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

সঙ্গীত- মূল নিবন্ধ: অতুলপ্রসাদী বাংলা ভাষা সাহিত্যে ও সঙ্গীতের এক অতি পরিচিত নাম অতুল প্রসাদ সেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গীতিকার ও গায়ক। বাংলাভাষীদের নিকট অতুল প্রসাদ সেন প্রধানত একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকার হিসেবেই পরিচিত। তার গানগুলি মূলত স্বদেশি সঙ্গীত, ভক্তিগীতি ও প্রেমের গান; এই তিন ধারায় বিভক্ত। তবে তার ব্যক্তি জীবনের বেদনা সকল ধরনের গানেই কম-বেশি প্রভাব ফেলেছে। এজন্য তার অধিকাংশ গানই হয়ে উঠেছে করুণ-রস প্রধান।

উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রবীন্দ্র প্রতিভার প্রভাববলয়ের মধ্যে বিচরণ করেও যাঁরা বাংলা কাব্যগীতি রচনায় নিজেদের বিশেষত্ব প্রকাশ করতে সক্ষম হন, অতুল প্রসাদ ছিলেন তাদের অন্যতম। সমকালীন গীতিকারদের তুলনায় তার সঙ্গীত সংখ্যা সীমিত হলেও অতুল প্রসাদের অনেক গানে সাঙ্গীতিক মৌলিকত্ব পরিলক্ষিত হয়; আর সে কারণেই তিনি বাংলা সঙ্গীত জগতে এক স্বতন্ত্র আসন লাভ করেছেন। তার গানগুলি অতুল প্রসাদের গান নামে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

অতুলপ্রসাদ বাংলা গানে ঠুংরি ধারার প্রবর্তক। তিনিই প্রথম বাংলায় গজল রচনা করেন। তার রচিত বাংলা গজলের সংখ্যা ৬-৭টি। গীতিপুঞ্জ (১৯৩১) গ্রন্থে তার সমুদয় গান সংকলিত হয়। এই গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণে (১৯৫৭) অনেকগুলি অপ্রকাশিত গান প্রকাশিত হয়। অতুলপ্রসাদের গানের সংখ্যা ২০৮। অতুলপ্রসাদ সেনের কয়েকটি বিখ্যাত গান হল মিছে তুই ভাবিস মন, সবারে বাস রে ভালো,বঁধুয়া, নিঁদ নাহি আঁখিপাতে, একা মোর গানের তরী, কে আবার বাজায় বাঁশি, ক্রন্দসী পথচারিণী ইত্যাদি। তার রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলির

মধ্যে প্রসিদ্ধ উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, বলো বলো বলো সবে, হও ধরমেতে ধীর। তার মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা! গানটি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অণুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। অতুলপ্রসাদের গানগুলি দেবতা, প্রকৃতি, স্বদেশ, মানব ও বিবিধ নামে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। অতুলপ্রসাদী গান নামে পরিচিত এই ধারার একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী হলেন কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়।

তার সর্বমোট গানের সংখ্যা মাত্র ২০৬টি এবং সে সবের মধ্যে মাত্র ৫০-৬০টি গান গীত হিসেবে প্রাধান্য পায়। অতুল প্রসাদের মামাতো বোন সাহানা দেবীর সম্পাদনায় ৭১টি গান স্বরলিপিসহ কাকলি (১৯৩০) নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তার অপর গানগুলিও গীতিপুঞ্জ এবং কয়েকটি গান নামে দুটি পৃথক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ১৯২২-২৩ সালের দিকে কলকাতা থেকে প্রথম অতুল প্রসাদের গানের রেকর্ড বের হয় সাহানা দেবী ও হরেন চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। এছাড়া, অতুল প্রসাদ প্রবাসী (বর্তমান নিখিল- ভারত) বঙ্গ- সাহিত্য সম্মিলন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি উক্ত সম্মিলনের মুখপত্র উত্তরার একজন সম্পাদক এবং সম্মিলনের

কানপুর ও গোরখপুর অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও প্রথমে কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন, পরে লিবারেলপন্থী হন। অতুলপ্রসাদ তার সমগ্র জীবনের উপার্জিত অর্থেরও বৃহৎ অংশ স্থানীয় জনকল্যাণে ব্যয় করেন। এমনকি তিনি তার বাসগৃহ ও গ্রন্থস্বত্বও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে দান করে যান।

মৃত্যু- ব্রিটিশ ভারতের লক্ষ্ণৌতে বসবাসকালে তিনি ১৯৩৪ সালের ২৬ আগস্ট মারা যান। সেখানেই তার শেষকৃত্য হয়। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন কাওরাইদ (কাওরাদি) ব্রহ্ম মন্দিরের পাশে সমাধিস্থলে তার চিতাভস্ম সমাহিত করা হয়। এখানে একটি স্মৃতিফলক আছে। এতে লেখা ছিল "মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা! / তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা!" -- ১৯৭১ খিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় তখনকার স্মৃতিফলকটি পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে ভেঙ্গে যায়। পরে নতুন করে করা হয়। নতুন স্মৃতিফলকে লেখা আছে: শেষে ফিরব যখন সন্ধা বেলা সাঙ্গ করে ভবের খেলা জননী হয়ে তখন কোল বাড়ায়ে রবে আমার যে শূন্য ডালা, তুমি ভরিয়ো আর তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

প্রথম মহিলা শহিদ

ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের প্রথম মহিলা শহিদ ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। ১৯১১ সালের ৫ মে চট্টগ্রামের পটিয়ার ধলঘাট গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কলকাতায় চলে এসেছিলেন। ১৯৩২ সালে তিনি কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বিএ পাশ করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার কাছে ঝাঁসি রাণীর গল্প শুনে দেশের স্বাধীনতায় জীবন উৎসর্গ করার স্বপ্ন দেখতেন। কলকাতায় এসে সেই লক্ষ্যে অগ্রগতির জন্য পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। আর যখন সেই সুযোগ এল, তখন সহযোগীদের বাঁচাতে গুলির লড়াইয়ে আহত প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মুখে সায়ানাড পুরে দিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন।

তিনিও নারী। নারী নেতৃত্ব কেমন হতে পারে তার উদাহরণ তিনি রেখে গেছেন। স্নেহময়ী, মমতাময়ী আবার শত্রু নিধনে খর্গহস্তা। কিন্তু এইদিনটিতে দ্রোহকালের সেই অগ্নিকন্যাকে ভুলে গেলে ইতিহাস হয়ত বাঙালি জাতিকে ক্ষমা করবে না। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার শুধু সামান্য সশস্ত্র বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি ভারতীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। অস্পৃশ্যতা এবং সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে দেশমাতৃকার সেবায় সবাইকে সামিল করার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন আজীবন। মাত্র ২১ বছর ৪ মাস ১৯ দিনের জীবনকালে তিনি ভারতীয় নারীর আর্দশ চরিত্রের উদাহরণ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

১৯৩০ সালে ইউরোপিয়ান ক্লাবে আক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। অত্যাচারী সাহেবরা এখানে সন্ধ্যার পর এসে আনন্দ উল্লাস করত। মাস্টারদার সিদ্ধান্তে ১৯৩২ সালের ২৩ সেপেম্বর পুনরায় ইউরোপিয়ান ক্লাবে আচমকা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মালকোচাদেওয়া ধুতি আর পাঞ্জাবী সেই সঙ্গে চুল আটকাতে সাদা পাগড়ি আর পায়ে রাবারের জুতা পরে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এই আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রাত আনুমানিক পৌনে এগারটায় এই আক্রমণ সংঘটিত করা হয়। এই আক্রমণ অনেকাংশেই সফল হয়েছিল। তবে এক ব্রিটিশ মিলিটারী অফিসারের ছোড়া রিভালভারের গুলিতে জখম হন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। পরে অভিযান শেষে বাকি বিপ্লবীদের সঙ্গে অনেকটা দূর তিনি এগিয়ে যান। কিন্তু বাকী বিপ্লবীদের সঙ্গে দ্রুত চলা আর সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে প্রীতিলতা পটাশিয়াম সায়ানাইড মুখে পুরে দেন ও বাকীদের দ্রুত স্থানত্যাগের নির্দেশ দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বিপ্লবীরা শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে স্থানত্যাগ করেন। ৫ মে ছিল এই অগ্নিযুগের মহান বিপ্লবীর জন্মদিন।

বাঙালি মহিলা বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম ইন্দুমতী সিংহ ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিযুগের নারী বিপ্লবী। ইন্দুমতী সিংহ ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গোপাল সিংহ। তার ভাই ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম পুরোধা অনন্ত সিংহ। ইন্দুমতী সিংহের পরিবার রাজনৈতিক পরিবার। তিনি বিপ্লবী দলের কর্মী ছিলেন। বিপ্লবী দলের সদস্যের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয় এবং নানা মিশনে অংশ নেন। নিজেও অস্ত্র চালনা জানতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা পরিচালনার জন্য তিনি অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি সমাজ সেবা ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। ইন্দুমতী সিংহ ১৯৭৬ সালে ৪ মে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯০৫ সালে ১৯ জুলাই এবং বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় একই বছরের ১৬ই অক্টোবর এবং তা কার্যকর করার পর বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলন বিকাশ লাভ করে।

পূর্ণচন্দ্র দাস ছিলেন মাদারিপুর সমিতির প্রধান ব্যক্তি ও আদর্শ। তিনি কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের লেখাপড়া পরিত্যাগ করে ১৯১০ খ্রিঃ ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের গুপ্ত বিপ্লবী দল মাদারিপুর সমিতি গঠন করেন। সমিতিতে আরও সাতাশজন বিপ্লবী তরুণ ছিলেন। ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় পূর্ণচন্দ্রসহ মাদারিপুর সমিতির প্রায় সদস্যরা গ্রেপ্তার হন এবং পাঁচ মাস জেল খাটেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে পূর্ণচন্দ্র দাস কলকাতায় গিয়ে জোরেসোরে কাজ শুরু করলে সিংহপুরুষ যতীন্দ্রনাথের সাথে পরিচয় ও গভীর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৯১৫ সালে গোয়েন্দা অফিসার নীরদ হালদারকে গুলি করে হত্যা করেন। চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী মিনিটে ৩৬০টি গুলি ছোড়ার কৃতিত্বে বাঘাযতীনের নিকট পুরস্কৃত হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন দিবসে পুলিশ ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জীকে হত্যা ওড়িশার বালেশ্বর জেলায় বুড়িবালাম নদীর তীরে ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে তিনি শহিদ হন। ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথ গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে পূর্ণচন্দ্র দাশ হতাশাগ্রস্থ হয়ে কলকাতায় সমিতির সকল সদস্যদের অন্যতম বিপ্লবী নেতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষের নেতৃত্বে অর্পণ করেন। তিনি বঙ্গবাসী কলেজের লেখাপড়া পরিত্যাগ করে মাদারীপুরে মাদারীপুর সমিতি নামে একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন। ১৯১৪-১৫ সনে তিনি বাঘা যতীনের সঙ্গে কাজ করেন। বালেশ্বরের ট্রেঞ্চযুদ্ধে বাঘা যতীনের চারজন পার্শচর তাঁরই দলের কর্মী ছিলেন। বাঘা যতীনের এই চারজন পার্শচর ছিলেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, যতীশ পাল, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং নীরেন দাশগুপ্ত। ১৯১৩ সালে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় পূর্ণচন্দ্র গ্রেপ্তার হন এবং কিছুদিন পর মুক্তি পান। কিন্তু ১৯১৪ সনে ভারত-রক্ষা আইনে ধৃত হয়ে ১৯২০ সাল পর্যন্ত জেলে আটক থাকেন। পরে তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ১৯৪০ সালে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ সালে মুক্তি পান। দেশ বিভাগের পর দলীয় রাজনীতি ত্যাগ করেন এবং কলকাতায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বোর্ডের সদস্য হয়ে বাস্তুহারাদের কল্যাণে তৎপর হন। বালিগঞ্জে এক আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। অতুলকৃষ্ণ ঘোষ একজন ভারতীয় বিপ্লবী, অনুশিলন সমিতির সদস্য এবং যুগান্তর দলের নেতা এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সময় হিন্দু জার্মান অস্ত্র সংগ্রহ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন। অতুলকৃষ্ণ ১৮৯০ সালে নদীয়া জেলায় কুষ্টিয়ার এতমামপুর-জাদুবয়রা গ্রামের এক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর পিতা-মাতা তারেশচন্দ্র এবং বিনোদিনী দেবী। ১৯২৪ সালের জানুয়ারিতে, গোপীনাথ সাহা একজন ইংরেজ আর্নেস্ট ডে কে হত্যা করেন, যিনি কলকাতা পুলিশের বহুল-ঘৃণ্য কমিশনার যতীন মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করার জন্য তাকে টেগার্ট বলে গণ্য করেছিলেন, অতুলকৃষ্ণকে রাজবন্দি করা হয়েছিল, ১৯২৬ সালে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। একই বছর তিনি মজিলপুরের মেনকারানী রক্ষিতকে বিয়ে করেন এবং রাজনীতি থেকে নিজেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে ব্যবসায়ে নামেন। শেষ বয়সে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন একজন খুব দক্ষ প্রশিক্ষিত কুস্তিবিদ ছিলেন। কিন্তু যে বিষয়টি তাকে চিহ্নিত করেছিল তা ছিল তার দেশভক্তি, আত্মাশক্তি এবং তার একাগ্রতা শক্তি। অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ৪ মে ১৯৬৬ সালে কলকাতায় তাঁর বাসভবনে মারা যান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় হরি ভক্তি সংঘের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন রেল প্রতিমন্ত্রী ভি সোমান্নার

গুয়াহাটি, ৯ মার্চ (হি.স.) : তিন দিনের সফরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এসেছেন রেল ও জলশক্তি দফতরের প্রতিমন্ত্রী ভি সোমান্না। ত্রিদিবসীয় সফরের শেষ দিন গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেছেন তিনি। সফরকালে স্টেশনে বর্তমানের উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন ভি সোমান্না। তাঁর সঙ্গে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব এবং মুখ্য কার্যালয় ও ডিভিশনের বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরাও ছিলেন। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে আনুমানিক ১৮১.০৯ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনটি পুনর্বিকাশ করা হচ্ছে।রেল মন্ত্রী স্টেশনের পরিকাঠামো পরিদর্শন করেছেন। তিনি ওয়েটিং হল, কিউআর কোড টিকিটিং কাউন্টার এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা সহ প্রধান প্রধান সুযোগ-সুবিধাগুলিও মূল্যায়ন করেন। তিনি এগজিকিউটিভ লাউঞ্জ পরিদর্শন করে স্টেশন পরিষ্কার রাখার জন্য রেলওয়ে আধিকারিকদের প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করেন। এছাড়া মন্ত্রী স্টেশনের আরও উন্নয়নের জন্য রেলওয়ের আধিকারিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন।সংবাদ মাধ্যমকে সম্বোধন করে রেল ও জলশক্তি দফতরের প্রতিমন্ত্রী ভি সোমান্না বলেন, কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫-২৬-এ এই অঞ্চলে রেলওয়ের জন্য ১০,৪৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৪ পর্যন্ত অসমে রেলওয়ের কোনও বৈদ্যুতিকরণ ছিল না, কিন্তু এখন ২০২৫-এর শেষ পর্যন্ত ১০০ শতাংশ রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণ সম্পন্ন হতে চলেছে। তিনি রেলওয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন, ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দ্বৈতকরণের কাজ দ্রুত গতিতে করা হচ্ছে। অতিরিক্তভাবে সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান পরিবহণ চাহিদা দূর করতে নতুন রেললাইন স্থাপন করা হচ্ছে। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি করতে রেলওয়ে স্টেশনগুলির আধুনিকীকরণের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি সোমান্না। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে রেলওয়ের পরিকাঠামো এবং কানেক্টিভিটি বৃদ্ধির জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।প্রসঙ্গত, এর আগে গতকাল শনিবার (৮ মার্চ) কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী সোমান্না অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পুনর্বিকাশের অগ্রগতি সম্বন্ধীয় পর্যালোচনা করতে ডিব্রুগড় রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি বগিবিল রেল-কাম-রোড ব্রিজও পরিদর্শন করেছেন। ব্রিজটি নদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীরকে সংযুক্ত করে অসম ও অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি করেছে।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রয়াণ দিবসে স্মরণ অনুষ্ঠান বেথুয়াডহরিতে

বেথুয়াডহরি, ৯ মার্চ (হি.স.) : নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগর থেকে বিল্বগ্রাম। নাকাশিপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এক ছোট্ট জনপদ। সেখানেই জন্মভিটে - মদন মোহন তর্কালঙ্কারের। তাঁর রচিত 'পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল'- জনপ্রিয়। সৃষ্টি শীর্ষে পৌঁছে দেওয়া এই রচনার স্রষ্টা ও পন্ডিত মানুষটির স্মৃতি জাগরূক রাখতে গড়া হয়েছে তাঁর নামাঙ্কিত স্মৃতি পাঠাগার। ইতিহাসে তা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ। বাংলা ভাষার অন্যতম প্রাথমিক পাঠ্য - শিশুশিক্ষা, মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচনা করেন ১৮৪৯ - তে তাঁর প্রথম ভাগ। পরের বছর আরও দুটি খন্ড। ব্রিটিশ শাসনকালে ১৮৪৯ তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান স্যার জন ড্রিংক ওয়াটার বেথুন 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' নামে এক সরকারি মেয়েদের স্কুল তৈরি করলেন। সেখানেই পড়াতেন মদন মোহন তর্কালঙ্কার। তার ছয় বছর পর ১৮৫৫ তে বিদ্যাসাগর লেখেন বর্ণপরিচয়। সেই বিচারে তিনিই এর স্রষ্টা ও বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রথম সার্থক কবিতা লেখেন তিনি। তাঁর 'প্রভাতবর্ণন' কবিতাটি সেই কবিতা।

বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও পন্ডিত মানুষ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রয়াণ ঘটে ১৮৫৮ সালের এই দিনে। সুতরাং প্রতি বছরের মতো এদিন ৯ মার্চ স্মরণে পালিত হল প্রয়াণ দিবসের অনুষ্ঠান। বাল্য বিবাহ রোধ এবং বিধবা বিবাহের প্রবর্তনে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই মহান মানুষটির প্রয়াণ দিবসে বেথুয়াডহরির কথাশিল্প আবৃত্তি চর্চাকেন্দ্র এক স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। মদনমোহনের কবিত্বশক্তি, তাঁর সমাজ সংস্কার ও কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করেন কথাশিল্প''র পরিচালক পীতম ভট্টাচার্য। মদনমোহনের লেখা কবিতা ও তাঁকে নিবেদিত কবিতার আবৃত্তি করেন কথাশিল্প''র ছাত্র-ছাত্রীরা।

অন্নপূর্ণাদেবীর নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রসঙ্ঘে মহিলাদের মর্যাদা সংক্রান্ত কমিশনের অধিবেশনে অংশ নেবে

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.): কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশুবিকাশ মন্ত্রী অন্নপূর্ণাদেবীর নেতৃত্বে এক ভারতীয় প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রসঙ্ঘে মহিলাদের মর্যাদা সংক্রান্ত কমিশনের ৬৯ তম অধিবেশনে অংশ নেবে। বিশ্বসংস্থার সদর দফতর নিউইয়র্কে সোমবার থেকে এই অধিবেশন বসবে। মহিলা ও শিশুবিকাশ মন্ত্রী অন্নপূর্ণাদেবী অধিবেশনে মহিলাদের বিষয়ে ভারতের জাতীয় অবস্থান ব্যাখ্যা করবেন এবং মন্ত্রীপর্যায়ের এক গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেবেন। এই বৈঠকে ভারতের মহিলা এবং বালিকাদের সার্বিক বিকাশ ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে সরকারের ঐতিহাসিক পদক্ষেপগুলি তুলে ধরবেন। এগুলির মধ্যে মহিলাদের স্বাস্থ্যকল্যাণ, শিক্ষা, শিল্পোদ্যোগ এবং ডিজিটাল ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহিলা সংক্রান্ত কমিশনের এবারের অধিবেশনে ১৯৯৫ সালে গৃহীত মহিলাদের সমস্যা নিরসন ও তাঁদের উন্নয়ন সংক্রান্ত বেজিং ঘোষণাপত্রের তিরিশতম বর্ষপূর্তি হবে। এই ঘোষণাপত্রে লিঙ্গসমতা, মহিলাদের অধিকার এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করার কথা বলা হয়েছে।

শুশুনিয়ায় আগুন আটকাতে পদক্ষেপ বন দফতরের

বাঁকুড়া, ৯ মার্চ (হি.স.): শুশুনিয়া পাহাড়ে আগুন লাগার ঘটনা আটকাতে এবার বড় পরিকল্পনা বন দফতর ও পরিবেশবিদদের। জেলার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র শুশুনিয়া পাহাড়ের বনে বারবার আগুন লেগে যাওয়া আটকাতে আরও উদ্যোগী হতে চাইছে বন দফতর। পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ২৪ ঘন্টা পাহাড়ের সর্বত্র কড়া নজরদারি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য বিশেষ যৌথ দল গঠন করা হয়েছে। পাহাড়ে নজরদারির পাশাপাশি আগুন লাগার ঘটনা ঘটলে দ্রুত তা যাতে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় তার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।এজন্য একশো জন বনকর্মীকে নিয়ে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। তাদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছে নজরদারির বিশেষ দল।

অন্যদিকে স্থানীয় ও পর্যটকদের মধ্যে সচেতনতা প্রচারে নেমেছে পরিবেশবাদী সংগঠন মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডস। তারা নাচ ও গানের মাধ্যমে সচেতনতার প্রচার শুরু করেছে। উল্লেখ্য, দু'বছর পর গত বৃহস্পতিবার ফের শুশুনিয়া পাহাড়ের বনে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের পূর্ব অংশের বিস্তীর্ণ এলাকায়।এতে পুড়ে যায় পাহাড়ের বহু গাছ। প্রায় একদিন ধরে লাগাতার চেষ্টার পর শুক্রবার আগুন নেভাতে সমর্থ হয় বন দফতর। আগামীতে আগুন লাগার ঘটনা দ্রুত ঠেকাতে পরিকল্পনা শুরু হয় বন দফতরের। এই পরিকল্পনা অনুসারে এখন থেকে জেলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চলবে নজরদারি।এই নজরদারির জন্য ২০ জনের একটি দল গঠন করছে বন দফতর। তারাই ২৪ ঘন্টা নজরদারি চালাবে পাহাড়ে। শুধু নজরদারি চালানোই নয়, বন দফতরের বিশেষ প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত একশো কর্মীকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছে। শুশুনিয়া পাহাড়ে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলে একশো জনের সেই দল ঝাঁপিয়ে পড়বে আগুন নিয়ন্ত্রণে। এই সামগ্রিক পরিকল্পনার কথা জানান বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের এডিএফও দুর্গাকান্ত ঝাঁ।

কাঠুয়ায় জঙ্গিদের হাতে তিন নিরীহ নাগরিকের মৃত্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.): কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় জঙ্গিদের হাতে তিন নিরীহ নাগরিকের মৃত্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে মন্ত্রী বলেন, কাঠুয়ার বানি এলাকায় শান্তি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিঘ্নিত করার লক্ষ্যেই এই তিনজনকে চক্রান্ত করে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে সরকারি পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানান। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য জম্মু সফর করবেন বলে মন্ত্রী জানান। তিনি পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা, বিএসএফ, সিআরপিএফ এবং প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

মানভঞ্জনে কল্যাণ সকাশে রাজীব

হুগলি, ৯ মার্চ (হি.স.): আচমকাই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবাসরীয় ছুটির সকালে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে নাকি ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দাও বলেছেন রাজীব। এমনটাই দাবি কল্যাণের। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও এটাকে সৌজন্য সাক্ষাত বলে দাবি করেছেন।

কল্যাণ বলেন, রাজীব বলল, ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দাও। আমি বললাম, দিদি যখন তোমায় দলে নিয়েছে, আমি কেন কিছু বলব! আর রাজীব বলেন, আমি দল পরিবর্তন করেছিলাম বলে দাদার অভিমান হয়েছিল। তারপর থেকে একটা দূরত্ব তৈরি হয়। আজকে যখন শ্রীরামপুরে এসেছিলাম তখন মনে হল দাদার সঙ্গে গিয়ে একটু দেখা করি। দাদা ভাইয়ের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসাও থাকবে, রাগও থাকবে,অভিমানও থাকবে, অভিযোগও থাকবে। দাদা জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ যদিও এই সাক্ষাৎকে তাৎপর্যপূর্ণ বলছেন।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন যাদবপুরের উপাচার্য

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি.স.): হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত। ১৫ দিন তাঁকে বাড়িতে বিশ্রাম করার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিতসকরা।

জানা গিয়েছে, তাঁর শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। তবে কোনও প্রকার উত্তেজনা কিংবা মানসিক চাপে ভাস্করের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। ফলে আগামী বেশ কয়েক দিন তাঁকে বাড়িতেই পুরোপুরি বিশ্রামে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দু''দিনের সফরে মরিশাস যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, অংশ নেবেন জাতীয় দিবস উদযাপনে

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১১ মার্চ থেকে দু'দিনের মরিশাস সফরে যাবেন। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ১২ মার্চ মরিশাসের জাতীয় দিবস উদযাপনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি রণতরী ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এই উদযাপনে অংশ নেবে। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মরিশাসের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এছাড়াও মরিশাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও বেশ কয়েকটি বৈঠক করবেন তিনি।

গুজরাটের জুনাগড়ে কুয়োয় পড়ে গেল শিশু, উদ্ধারকাজ জারি

জুনাগড়, ৯ মার্চ (হি.স.): গুজরাটের জুনাগড়ে কুয়োয় পড়ে গেল একটি ৪ বছরের শিশু। রবিবার জুনাগড়ের ভেসানের পারভ বাওদির কাছে ৩০ ফুট গভীর বোরওয়েলে পড়ে যায় ৪ বছরের ওই শিশুটি। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। উদ্ধারকাজ চলছে, কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে। কীভাবে শিশুটি কুয়োয় পড়ে গেল তা এখনও জানা যায়নি। শিশুটির পরিবারের সদস্যরা কার্যত বাকরুদ্ধ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকাজ।

কলকাতা প্রিমিয়ার হকি লিগে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলা অমীমাংসিত

হাওড়া, ৯ মার্চ (হি.স.): হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে রবিবার দুই প্রধান মুখোমুখি। হকি বেঙ্গল আয়োজিত কলকাতা প্রিমিয়ার হকি লিগ চলছে আস্ট্রোটার্ফ গ্রাউন্ডে। প্রাক্তন হকি অলিম্পিয়ান গুরুবক্স সিং এবং রাজ্যের দুই মন্ত্রী যথাক্রমে অরূপ রায় ও সুজিত বসু স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁদের বরণ করে নেওয়া হয়। খেলার প্রাক মূহুর্তে উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এদিকে, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের এদিনের খেলা (২-২), অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। প্রথমার্ধের খেলায় পরস্পরের মধ্যে একটি করে গোল হয় খেলায় এবং (১-১) স্কোরলাইন ছিল। ফের দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় দুই প্রধান দল একটি করে গোল করে। এর ফলে (২-২), হয়েছে এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে সমতা ফিরেছে। সবুজ মেরুনের পক্ষে জয়সূচক গোল দুটি করেন অর্জুন শর্মা ও নীতিশ নেউপানে। অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে গোল করেন যথাক্রমে জাইদ খান ও রাজবীর সিং। হকি বেঙ্গল এর তরফে সংস্থার সম্পাদক ইশতিয়াক আলি এই সংবাদ জানিয়েছেন।

সংস্কৃতিহীন বিরোধী দলের ভাষা সমস্ত মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে : দিলীপ জয়সওয়াল

পাটনা, ৯ মার্চ (হি.স.): আরজেডি-র তীব্র সমালোচনা করলেন বিহার বিজেপির সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল। তেজস্বী যাদবের সমালোচনা করে দিলীপ বলেছেন, সংস্কৃতিহীন বিরোধী দলের ভাষা সমস্ত মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। বিহার বিজেপির সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল রবিবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'সংস্কৃতিবিহীন বিরোধীদের ভাষা সমস্ত মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। তিনি (তেজস্বী যাদব) সম্ভবত ভুলে গেছেন যে তার বাবার শাসনকালে বিহারে সংরক্ষণ দেওয়া হয়নি, কিন্তু নীতীশ কুমার জাতিগত জনগণনা করিয়েছিলেন এবং সংরক্ষণ দেওয়ার কথাও বলেছেন।'

হাসপাতালের শৌচাগার থেকে রোগীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

মুর্শিদাবাদ, ৯ মার্চ (হি.স.): মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের শৌচাগার থেকে এক রোগীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। সকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি।

জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল থেকে হাসপাতালের বেডে ছিলেন না সাফাতুল্লা শেখ। পরে তাঁর খোঁজ শুরু হয়। এরপর জানা যায়, হাসপাতালের একটি শৌচাগার ভিতর থেকে বন্ধ রয়েছে। পরে সেই দরজা ভেঙে ভিতরে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

আইসিসি ইভেন্টে রোহিত শর্মার অধিনায়কত্বের রেকর্ড

কলকাতা, ৯ মার্চ(হি.স.): রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারত নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি।

রোহিত শর্মার অধীনে ভারত এখনও পর্যন্ত যে ছয়টি টুর্নামেন্ট খেলেছে, তার মধ্যে এটি তাঁর চতুর্থ আইসিসি ফাইনাল। ভারত ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হেরে যায় এবং ২০২৫ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউটিসি) ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।

এখনও পর্যন্ত রোহিত আইসিসি টুর্নামেন্টে ৫৩টি ম্যাচে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার মধ্যে রোহিত শর্মা ৩৮টি ম্যাচে জিতেছেন। ১২টিতে হেরেছেন এবং তিনটি ড্র করেছেন।

আইসিসি ইভেন্টে রোহিত শর্মার অধিনায়কত্বের রেকর্ড:

**টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২২: জয়: ৪, পরাজয়: ২, সেমিফাইনালে ভারত ইংল্যান্ডের কাছে হেরেছে।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২১-২৩: জয়: ৭, পরাজয়: ২, ড্র: ১ - ২০২৩ সালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারত অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে।ওডিআই বিশ্বকাপ ২০২৩: জয়: ১০, পরাজয়: ১, ফাইনালে ভারত অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে।

রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে রক্তবন্ধু সম্মাননা

ক্যানিং, ৯ মার্চ (হি.স.): গরম পড়তেই ব্লাডব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের টানাটানি শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। এই পরিস্থিতিতে রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে এবং নতুন করে আরও মানুষকে রক্তদানে উৎসাহিত করতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের রক্তদাতাদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল ক্যানিংয়ে। পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্তের তিরিশটির বেশি সংগঠনকে রক্তবন্ধু সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় রবিবার। ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত একটি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় লাইফ ডোনার্স ফ্যামিলি অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মন্ডল।

এদিন সকাল থেকেই ক্যানিংয়ে চাঁদমুনি সেবাশ্রমে বিশিষ্ট চিকিৎসকরা রক্তদানের গুরুত্ব এবং প্রয়োজন নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির হয়।

সেখানে রক্তদান সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তরও দেন চিকিৎসকরা। রক্তদান কাদের করা উচিৎ, কাদের রক্তদান থেকে বিরত থাকা উচিৎ, রক্ত দিলে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় কিনা এসব বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লক সহ কলকাতার দুটি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই কয়েকশো রক্তদাতা এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেন। এরপর এলাকার মানুষকে রক্তদানে উৎসাহিত করতে শুরু হয় পদযাত্রা। পরেশ বলেন, "গরম পড়তে না পড়তেই রক্তের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। থ্যালাসেমিয়া রোগী থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক রোগীই রক্তের অভাবে সমস্যায় পড়ছেন। কোনও ব্লাড ব্যাঙ্কে যাতে রক্তের অভাব না থাকে সেই কারণে এলাকার মানুষকে আরও বেশি করে রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে। তাঁদেরকে উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ।" অনিমেষ বলেন, "রক্তদান নিয়ে অনেকের মনেই অনেক সংশয় রয়েছে। সেই সংশয় কাটাতে আজ বিশিষ্ট চিকিৎসকদের নিয়ে বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামীদিনে আরও এই ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হবে জেলা জুড়ে। আমাদের লক্ষ্য রক্তের অভাবে একটিও মৃত্যু যাতে না হয়।"

১০ মার্চ শুরু হিমাচল বিধানসভার বাজেট অধিবেশন, চলবে ১৬-দিন

শিমলা, ৯ মার্চ (হি.স.): হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে সোমবার। ১০ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ১৬-দিন চলবে হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন, শেষ হবে ২৮ মার্চ। সোমবার রাজ্যপাল শিব প্রতাপ শুক্লার ভাষণের মাধ্যমে শুরু হবে বাজেট অধিবেশন। মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু আগামী ১৭ মার্চ বাজেট পেশ করবেন এবং আলোচনার পর ২৬ মার্চ তা পাস হবে। বাজেট অধিবেশন যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে, সে জন্য ইতিমধ্যেই শাসক ও বিরোধী দলের বিধায়কদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন অধ্যক্ষ কুলদীপ পাথানিয়া।

বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের আগে রবিবার অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠক সম্পর্কে হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জয় রাম ঠাকুর বলেন, 'হিমাচল প্রদেশে এখন মাত্র দু''টি দল আছে। কংগ্রেস ক্ষমতায়, আর বিজেপি বিরোধী দল। আমাদের উভয় দলের বিধায়কদের একটি বৈঠক হয়েছে। আমরা অনুরোধ করেছি, আলোচনার সময় বিরোধীদের আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কারণ জনস্বার্থের বিষয়গুলি উত্থাপনে বিরোধীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা (বিরোধী দল) হিমাচল প্রদেশ বিধানসভায় জনস্বার্থের বিষয়গুলি উত্থাপন করব।'

দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা অটুট : অমিত শাহ

গান্ধীনগর, ৯ মার্চ (হি.স.): দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা অটুট। আশাপ্রকাশ করে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার গুজরাট বার কাউন্সিল আয়োজিত আইনজীবীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা অক্ষুণ্ণ। কিন্তু ন্যায়বিচার পেতে যদি ২০ বছর সময় লাগে, তাহলে সেই আস্থা বেশিদিন টিকতে পারে না।'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'এই কারণেই ভারতীয় সংসদে তিনটি নতুন ফৌজদারি বিচার আইন আনা হয়েছিল। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম সংসদে পাস হয়েছিল এবং সারা দেশের আদালতগুলি সেগুলি অনুসারে কাজ করছে। সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের পর, থানায় এফআইআর দায়ের এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রক্রিয়া তিন বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে।'

ইফতার পার্টিকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল, উত্তপ্ত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, অভিযোগ সুকান্তর

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি.স.): ইফতার পার্টিকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। এই ঘটনার জেরে মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগের গেট কিছুক্ষণ বন্ধ রাখতে হয়। রবিবার এই ঘটনার ভিডিয়ো পোস্ট করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গুন্ডারাজ চালানোর অভিযোগ তুলেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

তিনি লিখেছেন, গোষ্ঠীকোন্দল থেকে হাসপাতালে ভয়াবহ দুষ্কৃতী তাণ্ডব! উত্তর কলকাতায় ইফতার পার্টির আয়োজনকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা গিয়ে পৌঁছালো কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগে। বহিরাগত দুষ্কৃতীদের নিয়ে হাসপাতালে ঢুকে শাসকদলেরই একটি গ্রুপের লোকজনকে বেধড়ক মারধর করলো আরেকটি গ্রুপের দুষ্কৃতীরা। আকস্মিক এই হামলার ঘটনার আতঙ্কে তটস্থ মুমূর্ষু রোগীরা।... মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর তোষামোদের সরকারে এখন দুষ্কৃতীরাই জনপ্রতিনিধি আর কলকাতা পুলিশ তাদের পাহারাদার!... রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে 'ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী' বলেও সম্বোধন করেছেন সুকান্ত মজুমদার।

বকখালি থেকে শুরু সাইক্লোথনের তৃতীয় দিন, এবার ওড়িশার উদ্দেশ্যে রওনা

দিঘা, ৯ মার্চ (হি.স.): সিআইএসএফ-এর ৫৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে গত ৭ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বকখালি থেকে যে সাইক্লোথন শুরু হয়েছিল, গতকাল দ্বিতীয় দিনে তা পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া থেকে দীঘার উদ্দেশে রওনা দেয়। ওই দিন যাত্রার সূচনা করেন সিআইএসএফ-এর ডিআইজি কে প্রতাপ সিং ও উপকূল রক্ষী বাহিনীর ডিআইজি আনোয়ার খান। রবিবার সেই সাইক্লোথন দিঘা থেকে ওড়িশার চাঁদিপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।সমুদ্রতটকে রক্ষা করার বার্তা দিতেই এই সাইক্লোথনের আয়োজন।

সিআইএসএফ-এর ডিআইজি কে প্রতাপ সিং বলেছেন, 'আপনারা জানেন, আজ সিআইএসএফ সাইক্লোথনের তৃতীয় দিন। 'সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ ভারত' এই

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

বাড়িতেই অল্প উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলুন মুখরোচক ফ্রায়েড চিকেন

বিকেল হতেই ভাজাভুজি খেতে মন চায়। চায়ের সঙ্গে ‘‘টা’’ মানেই তো বাইরের চপ, শিঙাড়া কিংবা কাটলেট। বাড়ির খুদেদের আবার রেস্তরাঁর মতো ফ্রায়েড চিকেনের দিকে ঝোঁক বেশি। তবে রোজ রোজ বাইরে থেকে আনা ফ্রায়েড চিকেন খাওয়া মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। এ বার দোকানের স্বাদ সহজেই আনুন বাড়ির হেঁশেলে।

খুব সহজ ক’টা ধাপেই তা সম্ভব। দেখে নিন রেসিপি। আর বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন হুবহু রেস্তরাঁর স্বাদের ফ্রায়েড চিকেন।

উপকরণ: ৪টি চিকেন লেগ পিস, ১ টেবিল চামচ রেড চিলি সস, ১ টেবিল চামচ সয়া সস, স্বাদ মতো নুন, ১ টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা, ১টি লেবুর রস, ১টি ডিম,১ কাপ ময়দা, ১ টেবিল চামচ লঙ্কার গুঁড়ো,১ চা চামচ আদা-রসুন পাউডার, ১ চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো

প্রণালী: চিকেন লেগ পিসগুলি একটি বড় পাত্রে নিয়ে তার সঙ্গে নুন, রেড চিলি সস সয়া সস আদা-রসুন বাটা, লেবুর রস ও ডিম ভাল করে মেখে নিন। মিশ্রণটি ঘণ্টাখানেক ফ্রিজে রেখে দিন। এ বার আর একটি পাত্রে ময়দা, নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, আদা-রসুন গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার লেগ পিসগুলিতে ময়দার মিশ্রণ মাখিয়ে সেগুলি ঠান্ডা বরফ জলে ডুবিয়ে নিন। তার পর আবার সেগুলি ময়দার মিশ্রণে এ পিঠ-ও পিঠ করে গরম তেলে বাদামি করে ভেজে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন রেস্তরাঁর মতো ফ্রায়েড চিকেন।

ঘি খেয়েও রোগা হওয়া যায়

ঘি খেতে ভালবাসেন কিন্তু খেতে পারেন না শুধু ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে। রোগা হওয়ার জন্য এর চেয়েও বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কষ্ট করলে তবেই যে কেষ্ট মেলে, তা কে না জানে! তবে ওজন ঝরানোর জন্য ঘি খাওয়া বন্ধ করার দরকার নেই। ঘি খেয়েও রোগা হওয়া যায়। তার মানে রোজ সেদ্ধ ভাতে ঘি মেখে খেয়েও ছিপছিপে থাকবেন, এমন আশা করা ঠিক নয়।

তা হলে উপায়? কী ভাবে খেতে পারেন?

টোস্টের সঙ্গে- টোস্টে মাখনের বদলে ঘি মাখিয়ে খেতে পারেন। তবে রোজ নয়। মাঝেমাঝে জলখাবারে ঘি মাখানো টোস্ট থাকতেই পারে। হাত খুলে ঘি না মাখালেই ভাল। সপ্তাহে ১-২ দিন পরিমাণ মতো ঘি খাওয়া যায়।

ঘি ভাত- সরাসরি ভাতে ঘি মেখে না খেয়ে বরং ঘি ভাত বানিয়ে খেতে পারেন। গাজর, বিন্স, ক্যাপসিকাম দিয়ে যে ফ্রায়েড রাইস বানালেন তাতে অল্প করে গাওয়া ঘি মিশিয়ে নিন। খেতেও ভাললাগবে, আবার ওজন থাকবে নিয়ন্ত্রণে।

বেকিং- কেক বানানোর জন্য ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নেই, তার আগেই বানাতে পারেন। বেকিং-এর সময় খানিকটা ঘি দিতে পারেন। স্বাদ লেগে থাকবে মুখে। আবার ঘি খাওয়াও হল।

কফি দিয়ে রকমারি পদে স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধি করা যায়

শীতের দিনে এক কাপ ধূমায়িত কফি কিংবা গরমে বরফ মেশানো ঠান্ডা কফি, এক চুমুকেই শরীর ও মন জুড়িয়ে যায়। স্নায়ুকে চাঙ্গা করতে, মেদ ঝরাতে, মানসিক ক্লান্তি দূর করতে কফির জুড়ি মেলা ভার। তবে কফি বলতে আমরা বুঝি পানীয়, যা ঠান্ডা বা গরম দু’ভাবেই খাওয়া যায়। কিন্তু রকমারি পদও কফির গুণে সুস্বাদু হয়ে উঠতে পারে। কী ভাবে কোন খাবারে মেশাবেন কফি?

স্মুদি- ওট দিয়ে তৈরি স্মুদি যদি একঘেয়ে লাগে, তা হলে স্বাদ বদলে ব্যবহার করতে পারেন কফি। ওটের সঙ্গে দুধ, রকমারি ফল ও বাদাম মিশিয়ে স্মুদি তৈরির সময় মিশিয়ে দিন এক চামচ কফি। তা হলেই স্মুদিতে মিশবে কফির স্বাদ, জুড়বে পুষ্টিগুণও।

প্যানকেক- ময়দা, দুধ ও ডিমের মিশ্রণ দিয়ে প্যানকেক তৈরি হয়। এই মিশ্রণে কিছুটা কালো কফি ও কিছুটা কফির গুঁড়ো মিশিয়ে দিতে পারেন। সমস্ত উপকরণ মিশিয়ে প্যানকেক তৈরি করে নিলেই তাতে বেশ কফির গন্ধ পাওয়া যাবে। অনেকের ডিমের গন্ধ লাগে, কফি মেশালে সেই গন্ধও ঢাকা পড়ে যাবে।

ফ্রেঞ্চ টোস্ট- দুধ, ডিমের মিশ্রণে পাঁউরুটি ডুবিয়ে ফ্রেঞ্চ টোস্ট করা হয়। ওই মিশ্রণে যদি কিছুটা কালো কফি বানিয়ে মিশিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে পাউরুটির মধ্যে কফির গন্ধ ও স্বাদ মিশবে। বেশ অন্য রকম স্বাদ পাওয়া যাবে। কফি-প্রেমী হলে মন্দ লাগবে না।

কাপ কেক- বাড়িতে কাপ কেক বানানোর সময় মিশ্রণে যদি কফির বেশ কিছুটা গুঁড়ো মিশিয়ে নেওয়া যায়, তা হলে কেকের গন্ধই বদলে যায়। হাতের কাছে যদি ভ্যানিলা এসেন্স বা কোকো পাউডার না থাকে, তা হলে বেশ কিছুটা কফি মিশিয়ে নিলে ডিমের আঁশটে গন্ধ চলে যায়, আবার অন্য রকম স্বাদও হয়।

ইয়োগার্ট-ইয়োগার্টেও এক চামচ কফি মিশিয়ে নিতে পারেন। তবে বিশেষ কোনও স্বাদ-গন্ধের ইয়োগার্টে নয়, তা হলে একটার সঙ্গে অন্য স্বাদ তালগোল পাকিয়ে যাবে।

আপনার বাড়ির জলই চুল পড়ার কারণ নয় তো?

রাস্তার ধুলো-ধোঁয়া, দূষণ তো আছেই, খাওয়াদাওয়ায় অনিয়মও চুল পড়ার অন্যতম কারণ। তবে কারণ আরও আছে। ভাল করে ভেবে দেখুন তো, আপনার বাড়ির জলই চুল পড়ার কারণ হয়ে উঠছে কি না?

জলে যদি আয়রন বেশি থাকে তা হলে চুল পড়তে বাধ্য। বাড়ির কলের জল যদি ‘‘হার্ড’’ বা খনিজ সমৃদ্ধ হয়, তা হলে তো চুল পড়বেই।

কারণ এই জলে ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রাও বেশি থাকে যা চুলের গোড়ায় জমে থেকে গোড়া আলগা করে দেয়। এমন জল দিয়ে রোজ মাথা ধুলে বুঝতে পারবেন, চুল রুক্ষ ও নির্জীব হয়ে যাচ্ছে। মাথায় হাত দিলেই গোছা গোছা চুল উঠবে। চুলে জটও পড়বে বেশি। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে ‘‘ওয়াটার সফনার’’ লাগানোর ব্যবস্থা করুন। দাম বেশি পড়তে পারে, কিন্তু এই মেশিনে এমন ফিল্টার থাকে যা জলের ময়লা ও খনিজ উপাদানগুলিকে ছেঁকে নিয়ে জল বিশুদ্ধ করতে পারে। কল বা শাওয়ারের মুখে এই ফিল্টার লাগিয়ে নিলে আর কোনও সমস্যা থাকবে না। তবে ফিল্টার মাঝেমধ্যেই পরিষ্কার করাতে হবে না হলে আয়রন বা খনিজের স্তর জমা হতে হতে কল বা শাওয়ারের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

জলে অতিরিক্ত ক্লোরিন থাকলেও চুলের বারোটা বেজে যাবে। ক্লোরিন এমনিতে জল পরিশুদ্ধ করে। কিন্তু অতিরিক্ত ক্লোরিন চুলের ক্ষতি করে। তাই যাঁরা সুইমিং পুলে সাঁতার কাটেন, তাঁরা সতর্ক থাকতে হবে। শাওয়ার ক্যাপ পরে তবেই সাঁতার কাটা উচিত। তার পর চুল পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে।

চুল পড়ার সমস্যা কমাতে রোজ পর্যাপ্ত পরিমাণে জল এবং পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াও জরুরি। সঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজন চুলে যত্ন। যদি আপনার চুল তৈলাক্ত হয়, তা হলে এক দিন অন্তর শ্যাম্পু অবশ্যই করবেন। যদি কোঁকড়া চুল হয়, তা হলে ভাল কন্ডিশনার এবং সিরাম লাগানো প্রয়োজন। সপ্তাহে অন্তত দু’থেকে তিন দিন যদি তেল লাগিয়ে ভাল করে মাসাজ করা যায়, তা হলেও চুলের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

এখন হাঁটুর ব্যথা বয়স দেখে হয় না

ব্যথা-বেদনা এখন আর বয়স মেনে হয় না। বিশেষ করে আর্থাইটিসের মতো সমস্যা যে কোনও বয়সে এসে হানা দিতে পারে। তা ছাড়া রোজের জীবনে যে একটানা অনিয়ম চলে, তার প্রভাব পড়ে জীবনে। দীর্ঘ ক্ষণ এক জায়গায় বসে থেকে পেশিগুলি শক্ত হয়ে যায়। সেখান থেকেই ব্যথা-বেদনার সূত্রপাত। আর বয়স বাড়লে সেটাই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। হাঁটুতে ব্যথা হলে অনেক কিছুই খাওয়া বারণ হয়ে যায়। পাঁঠার মাংস, রঙিন পানীয়ের মতো অনেক খাবারই খাওয়া যায় না। হাঁটুতে ব্যথার সমস্যা কমাতে একটি পানীয়ের খোঁজ দিয়েছেন পুষ্টিবিদেরা। খাদ্যতালিকায় এই পানীয় বা স্মুদি রাখলে উপকার পাবেন দ্রুত। ভাবছেন তো কী ভাবে বানাবেন সেই জাদু পানীয়? রইল প্রণালী।

উপকরণ:- পালংশাক এক কাপ, ব্লুবেরি এক কাপ, গ্রিক ইয়োগার্ট আধ কাপ, বরফ এবং ঠান্ডা জল প্রয়োজন মতো।

প্রণালী:- এই উপকরণগুলি একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলেই গ্লাসে ঢেলে চুমুক দিন। রোজ না হলেও এক দিন অন্তর এটি খেতে পারেন। আর্থাইটিসের সমস্যা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

পোষ্যর কোথায় সমস্যা হচ্ছে কী ভাবে বুঝবেন

দিনভর কাজের শেষে বাড়ি ফিরে আদরের পোষা কুকুর বা বিড়ালকে কাছে ডেকেও দেখলেন সে আসছে না। এক কোণায় চুপটি করে বসে আছে অথবা ঝিমোচ্ছে। পোষ্যের পছন্দের খাবার দিয়েও দেখলেন খেতে চাইছে না। সেই ছটফটে ভাবটা যেন উধাও হয়েছে। বাড়ির বাইরেও বেরোতে চাইছে না। এইসব লক্ষণ দেখলে বুঝতে হবে আপনার পোষ্য অসুস্থ।

ভিতরে ভিতরে এমন কোনও রোগ বাসা বেঁধেছে যা শারীরিক ভাবে প্রচণ্ড দুর্বল করে দিয়েছে। পোষ্যের কোন লক্ষণ দেখলে সতর্ক হবেন? সারমেয়র আচরণে কোনও বদল হচ্ছে কি না সেটা অবশ্যই লক্ষ করা দরকার। অনেক সময় দেখা যায় পোষ্য চিৎকার করেই চলেছে। আপনি ধরতে গেলেও রেগে যাচ্ছে। বাইরের কাউকে দেখলেও তেড়ে যাচ্ছে। এমন যদি বার বার করতে থাকে, তা হলে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। পোষ্যের মলমূত্রে যদি রক্ত দেখেন, তা হলে সতর্ক হতে হবে। যদিও প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত দেখা দেওয়া শুধুমাত্র মূত্রনালির সংক্রমণের কারণে হয় না। তা অন্য আরও অনেক রোগের উপসর্গ হতে পারে। যদি দেখেন, ওর চনমনে ভাবটা ক্রমশ কমে যাচ্ছে, আপনাকে দেখেও মাথা নীচু করে শুয়ে আছে, কাছে ঘেঁষছে না তেমনভাবে, তাহলে বুঝবেন ওর শরীর ভাল নেই। পশু চিকিৎসকেরা বলছেন, পোষা কুকুরের অল্পেই ক্লান্তি, সব সময় ঝিমুনি, দুর্বলতা, খেলতে না চাওয়া, আচরণে বদল শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ।

পোষা কুকুর বা বিড়ালের মূত্রনালির সংক্রমণ হতে পারে। তখন তাদের খিদে কমে যায়, দুর্বল হয়ে পড়ে। যদি দেখেন বার বার প্রস্রাব করতে যাচ্ছে, জল চাইছে তখন দেরি না করে পশু চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। সংক্রমণ হলে প্রস্রাবে দুর্গন্ধ আরও বেড়ে যাবে। আগে হয়তো দেখতেন আপনি খাবার নিয়ে বসলেই আপনার পোষ্য ছুটে চলে আসত। নিজের পছন্দের খাবার দেখলেও লেজ নেড়ে চেখে দেখতে চাইত। কিন্তু ইদানীং হয়তো দেখছেন সে খেতে চাইছে না। পছন্দের খাবার দিলেও ফেলে দিচ্ছে। অথবা খাওয়ার পরেই বমি করে ফেলছে। এমন লক্ষণ দেখলে পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

তেঁতুল ফেলে না দিয়ে কী ভাবে ঘরোয়া কাজে ব্যবহার করবেন?

বিভিন্ন প্রকার চাট হোক কিংবা ফুচকা মুখরোচক খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করতে তেঁতুলের কোনও জবাব নেই। তেঁতুল দিয়ে কোনও পদ বানাবেন বলে বাজার থেকে কিনে আনলেন বটে, কিন্তু সবটা ব্যবহার না হলে দীর্ঘ দিন সেটি ফ্রিজেই পড়ে থাকে। কেবল রান্নাতেই নয়, বাড়ির আরও বিভিন্ন কাজে কিন্তু কাজে লাগাতে পারেন তেঁতুল। জেনে নিন, বাড়িতে তেঁতুল থাকলে কোন কোন কাজ সহজেই সেরে ফেলতে পারেন।

১) বাসন চকচকে করতে তেঁতুল কিন্তু বেশ কাজের। লেবু ও ভিনিগারের মতো তেঁতুলের অ্যাসিডিক গুণ স্টিল কিংবা পিতলের বাসন পরিষ্কার করতে কাজে আসে। অনেক সময় বাসনের তেল চিটচিটে ভাব কিছুতেই যেতে চায় না, তেঁতুলের সাহায্যে সেই সমস্যারও সমাধান সম্ভব।

২) হেঁশেলে মাছির উপদ্রব বেড়েছে? এক টুকরো তেঁতুলে কিন্তু মুশকিল আসান হতে পারে। তেঁতুলের অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল গুণ ও গন্ধ পোকামাকড় তাড়াতে উপকারী। হেঁশেলে কিংবা বাগানে পোকা তাড়াতে তেঁতুল কাজে লাগাতে পারেন।

৩) সাবানের বিকল্প হিসাবেও কিন্তু তেঁতুল কাজে লাগাতে পারেন। ত্বকের জন্য বেশ উপকারী হেঁশেলের এই উপাদান। জীবাণু ও ভাইরাসের আক্রমণ থেকে ত্বককে রক্ষা করতে পারে তেঁতুল।

৪) কম খরচে ত্বক উজ্জ্বল করতে চাইলে ব্যবহার করতে পারেন তেঁতুল। তেঁতুলে ফসফরাস, অ্যামিনো অ্যাসিড, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি মিনারেল রয়েছে যা ত্বকের জন্য উপকারী।পরিমাণ মতো তেঁতুল গরম জলে কিছু ক্ষণ ফুটিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে ক্বাথ বার করে নিন। দু’চামচ তেঁতুলের ক্বাথের সঙ্গে এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে ত্বকে লাগিয়ে নিন। মিনিট ১৫ রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৫) খুশকির সমস্যা দূর করতেও তেঁতুলের ক্বাথ ব্যবহার করতে পারেন। মাথার ত্বকে সেই ক্বাথ ভাল করে ঘষে নিয়ে শ্যাম্পু করে নিন। তেঁতুলের গুণেই খুশকির সমস্যা দূর হবে। চুলে আসবে জেল্লা।

ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সড়গড় করে তুলুন বাড়ির বয়স্কদের

অনলাইনে কাজকর্ম, ই-ব্যাঙ্কিং ইত্যাদিতে এখনও ভয় পান অনেক বয়স্কেরাই। ব্যাঙ্কের পাসবই আপডেট থেকে শুরু করে, টাকা ট্রান্সফার বা ইলেকট্রিকের বিল জমা দেওয়া... আপনি সব কাজই যথাস্থানে গিয়ে করতে ভালবাসেন। কিন্তু বাদ সাধে তাঁদের শারীরিক অবস্থা। কর্মসূত্রে ছেলেমেয়েরা হয়তো দূরে, বাড়িতে বয়স্ক দম্পতি একাই থাকেন, তখন ডিজিটাল প্রযুক্তির খুঁটিনাটি শিখে রাখলে অনেক সুবিধা হয়।

ছোট্ট স্মার্টফোনের স্ক্রিন ছুঁয়ে বা কম্পিউটারের কি-বোর্ডের বোতাম চেপেই এক নিমেষে সেরে ফেলা যায় হাজারো কাজ। কী ভাবে বাড়ির বয়স্কদের ডিজিটাল প্রযুক্তির পাঠ দেবেন? সাইবার দুনিয়ার কোনটি ঠিক আর কোনটি ভুল, তা-ও শেখাতে হবে ধৈর্য্য ধরেই।

কী কী বোঝাবেন? ১) অনলাইন অ্যাপে কী ভাবে টাকাপয়সার লেনদেন করা যায়, তা শিখিয়ে দিন। বলতে ভুলবেন না, বেশির ভাগ অ্যাপই কিন্তু লেনদেনের সময় কার্ডের খুঁটিনাটি সেভ করে রাখার অপশন দেয়। এটি এড়িয়ে চলাই ভাল। একটু সময় লাগলেও প্রত্যেক বার লেনদেনের সময় নতুন করে কার্ডের বিস্তারিত দিয়ে লেনদেন করতে শেখান। ২) কম্পিউটারে অ্যান্টিভাইরাস সফঅয়্যার ইনস্টল করে দিন। মোবাইলেই হোক কিংবা কম্পিউটার বা ল্যাপটপে, লেনদেনের অ্যাপ যেন সুরক্ষিত থাকে তা শিখিয়ে দিন। কোনও অচেনা অ্যাপ ব্যবহার না করাই ভাল। ৩) নিজের এটিএম পিন, ব্যাঙ্কের এমপিন কাউকেই জানাবেন না। ব্যাঙ্ক অ্যাপের পাসওয়ার্ড কয়েক দিন ছাড়া-ছাড়া বদলে দিন। লেনদেনের সময় সবসময়ে ওটিপি বা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড চাইছে কি না, দেখে নিন। ৪) অজানা নম্বর থেকে কোনও লিঙ্ক এলে বা ইমেল করা হলে তা একেবারেই খুলে দেখবেন না। জানবেন এগুলি সবই নিয়ন্ত্রণ করছে হ্যাকারেরা। যে মুহূর্তে আপনি লিঙ্ক খুলবেন বা প্রতারকদের পাঠানো কোনও ফর্ম ভরে টাকা দিতে যাবেন, সেই মুহূর্তে আপনার নাম, ঠিকানা, ব্যাঙ্কের বিস্তারিত বিবরণ হ্যাকারদের কাছে পৌঁছে যাবে।

ভাঙা কফি কাপ ফেলে না দিয়ে সাজিয়ে তুলুন বাড়ি

শখের কফি মগ হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে চৌচির। পছন্দের জিনিস ভেঙে গেলে কার না মনখারাপ হয়! আঠা দিয়ে সেই কাপ যদি জোড়াও যায়, তাতে আর কফি নিয়ে চুমুক দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ফাটা কাপে খাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। খুব সামান্য চিড় ধরলেও, তাতে বাসা বাঁধতে পারে জীবাণু। তবে শখের জিনিসটি ফেলে না দিয়ে, নানা ভাবে তা দিয়ে ঘর সাজিয়ে নিতে পারেন।

টব- ঘরে সবুজের ছোঁয়া বেশ লাগে। মানি প্ল্যান্ট, জেড প্ল্যান্ট-সহ যে গাছগুলি অল্প পরিচর্চাতেই বেড়ে উঠতে পারে, তেমন কোনও গাছ ওই ভাঙা কফি কাপ জুড়ে নিয়ে টব বানিয়ে বসিয়ে ফেলুন। তার পর কাজ করার টেবিলে বা বারান্দার একফালি বাগানে মগ সমেত গাছটি সাজিয়ে রাখতে পারেন।

মগে আঁকিবুকি- আঁ কার শখ থাকলে একরঙা কফি মগেই ফুটিয়ে তুলতে পারেন মনের মতো কোনও নকশা। যদি আঁকাতে পটু না হন, তা হলে রং দিয়ে কফি মগের গায়ে লিখতে পারেন মজার কোনও বাক্য বা অনুপ্রেরণামূলক উক্তি। তার পর সেই কফি মগটি খুদের পড়ার টেবিলে বা নিজের কাজের টেবিলে পেনদানি হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।

মোমদানি- ভাঙা মগ দিয়েও হতে পারে মোমদানি। চাইলে অবশ্য কাপের গায়ে রং করে নিতে পারেন। পাটের সরু সুতো আঠা দিয়ে মগের গায়ে পেঁচিয়ে তার উপর কোনও কৃত্রিম ফুল লাগিয়ে দিতে পারেন। নকশা করাটা নিজের ইচ্ছাধীন। আবার কোনও কিছু না করেও মগের ভিতরে বেশ বড় একটি সুগন্ধি মোমবাতি বসিয়ে রাখতে পারেন। মোমের মৃদু আলোয় ভাঙা মগের ফাটল বিশেষ চোখে পড়বে না। যদি মগের একাংশ ভেঙে গিয়ে থাকে, তবে সেটিকে না জুড়েই মোমদানি করে ফেলতে পারেন। সে ক্ষেত্রে মোমবাতির দৈর্ঘ্য কমিয়ে দিলেই হবে। ফাটা অংশ দিয়ে আলো দেখতে অন্য রকম লাগবে।

রবিবার আগরতলায় জেপি নাড্ডার সমাবেশ কেন্দ্র করে র‍্যালি আয়োজিত হয়।

ধনখড়ের অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন বিড়লা, আরোগ্য কামনা লোকসভার অধ্যক্ষের

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.): উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের অসুস্থতায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। ধনখড়ের আরোগ্য কামনার পাশাপাশি দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেছেন ওম বিড়লা। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা রবিবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়জির অসুস্থতার খবর পেলাম। আমি ঈশ্বরের কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'
দিল্লি এইমস-এর কার্ডিয়াক ডিপার্টমেন্টে চিকিৎসাধীন রয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি। তিনি স্থিতিশীল ও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। রবিবার ভোররাত ২টো নাগাদ আচমকাই বুকে ব্যথা অনুভব করেন ধনখড়। শুধু তাই নয়, শরীরে অস্বস্তিও বোধ করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার হৃদরোগ বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রাজীব নারাংয়ের অধীনে ভর্তি করানো হয় ধনখড়কে।
এইমস সূত্রে খবর, উপরাষ্ট্রপতির অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। তাঁর চিকিৎসার জন্য একটি মেডিক্যাল বোর্ডও গঠন করা হয়েছে। তাদের পর্যবেক্ষণেই রয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি।

গ্যাস পাইপলাইনে লিকেজে থেকে আগুন, আন্ধেরিতে আহত ৩ জন

মুম্বই, ৯ মার্চ (হি.স.): গ্যাস পাইপলাইনে লিকেজ থেকে আগুন লাগল মুম্বইয়ের আন্ধেরির মারোল এলাকায়। আগুনের লেলিহান শিখায় একটি গাড়ি, বাইক ও রিক্সা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ৩ জন আহত হয়েছেন। আহতদের নিকটবর্তী ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এডিএফও এস কে সাওয়ান্ত বলেছেন, শনিবার রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ আমরা আগুন লাগার বিষয়ে জানতে পারি। যে স্থানে ঘটনাটি ঘটেছে, এখানে বিএমসি-র কাজ চলছে। এই ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন এবং তাদের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।'
শনিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ আন্ধেরি (পূর্ব) এলাকার তক্ষশীলার একটি গুরুদ্বারের কাছে শের-ই-পাঞ্জাব সোসাইটির রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাওয়া মহানগর গ্যাস লিমিটেডের পাইপলাইনে লিকেজ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এই আগুনের ঘটনায় ৩ জন আহত হয়েছেন। এছাড়াও একটি গাড়ি, একটি বাইক ও একটি রিক্সা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। রবিবার ভোররাত ১.৩৪ মিনিটের মধ্যেই আগুন নিভিয়ে ফেলে দমকল।

লুধিয়ানায় বহুতল কারখানা ভেঙে মৃত এক, ৩ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক

লুধিয়ানা, ৯ মার্চ (হি.স.): পঞ্জাবের লুধিয়ানায় বহুতল কারখানা ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। এছাড়াও ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার হওয়া ৩ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। শনিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ পঞ্জাবের লুধিয়ানার ফোকাল পয়েন্ট বহুতল কারখানা ভেঙে পড়ে। দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয়, অন্তত ৬ জন শ্রমিক ভিতরে আটকে ছিলেন। তাঁদের উদ্ধার করা হয়।
কিন্তু, ওই ৬ জনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। শনিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ আচমকা হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে বহুতল ওই কারখানাটি। ধসের ফলে আশপাশের এলাকা বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়েরা ছুটে আসেন। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারাও। এনডিআরএফ কর্মীরা ৬ জনকে উদ্ধার করলেও, একজনকে বাঁচানো যায়নি। রবিবার সকালেও ধ্বংসস্তূপে উদ্ধারকাজ চলছে।

অযোধ্যায় পোস্টে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল বাস; মৃত এক, জখম ৩২

অযোধ্যা, ৯ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বাস। যার জেরে মৃত্যু হল এক জনের। পাশাপাশি, জখম হয়েছেন আরও ৩২ জন। দুর্ঘটনার কবলে পড়া ডবল ডেকার বাসটি বিহার থেকে রওনা দিয়ে গোরক্ষপুর হয়ে দিল্লির দিকে যাচ্ছিল। শনিবার রাত ১ টা ৩০ নাগাদ অযোধ্যার রুদৌলি কোতোয়ালি এলাকার ভেলসারের কাছে একটি পোস্টে ধাক্কা খেয়ে সেটি উল্টে যাওয়াতেই এই বিপত্তি বেঁধেছে।
স্থানীয় সূত্রে দাবি, এতটাই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে যে, পোস্টটি সম্পূর্ণ বেঁকে গিয়েছে। এছাড়াও বাসটিও পিছন দিক থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে সিএইচসি রুদৌলিতে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে ১৯ জনকে পাঠানো হয় অযোধ্যা মেডিক্যাল কলেজে।

বায়ুসেনার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে : রাজনাথ সিং

বেঙ্গালুরু, ৯ মার্চ (হি.স.): বায়ুসেনার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার কর্নাটকের বেঙ্গালুরুতে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (এইচএএল)-এর এয়ারক্রাফ ডিভিশনে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'আমাদের বায়ুসেনা যত শক্তিশালী হচ্ছে, আমরা তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সাহসী ও বীর বিমান বাহিনীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমি বিশ্বাস করি আপনাদের দ্বারা তৈরি সরঞ্জামগুলিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।'

কোচবিহারের ৩৫টি স্কুলে বসছে হাইমাস্ট আলো

কোচবিহার, ৯ মার্চ (হি.স.): কোচবিহারের সাতটি বিধানসভা এলাকা থেকে পাঁচটি করে বিদ্যালয় বেছে নিয়ে সেখানে হাইমাস্ট আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে সাংসদ তহবিলের টাকায়। এ ধরনের ৩৫টি বিদ্যালয়ে এই আলো লাগাতে খরচা হচ্ছে প্রায় ২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। এছাড়াও কোচবিহার শহরের নিরাপত্তা বাড়াতে বসানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা।

গুজরাটে ২৪টি পুনর্মুদ্রিত বই প্রকাশ করলেন অমিত শাহ, স্মারক মুদ্রা উন্মোচন

আহমেদাবাদ, ৯ মার্চ (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার গুজরাটের আহমেদাবাদে সস্তু সাহিত্য মুদ্রালয় ট্রাস্ট কর্তৃক ২০২৪-২৫ সালের জন্য পুনর্মুদ্রিত ২৪টি বই প্রকাশ করেছেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গুজরাটি ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য গোবর্ধনরাম ত্রিপাঠী, হেমচন্দ্রাচার্য, নর্মদ, নরসিংহ মেহতা এবং ঝাবেরচাঁদ মেঘানীর মতো বিখ্যাত পণ্ডিতদের প্রশংসা করেন। তিনি গুজরাট সরকারের প্রচেষ্টারও প্রশংসা করেন।
এর আগে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈনাচার্য শ্রীমদবুদ্ধিসাগর সুরীশ্বরজি মহারাজের অর্ধশতবর্ষ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করেন। পরে অমিত শাহ এডিসি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শতবর্ষ উদযাপন এবং গুজরাট বার কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত নবনিবন্ধিত আইনজীবীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

শুষ্ক আবহাওয়া ভূস্বর্গে, ১০-১৬ মার্চ বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ৯ মার্চ (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে সোমবার, ১০ মার্চ থেকে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আবহাওয়া দফতর। ১০-১৬ মার্চ জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগে রবিবারও শুষ্কই রয়েছে শ্রীনগর-সহ জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। শীতের কাঁপুনিও রয়েছে ভূস্বর্গে।
আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। তুষারধস প্রবণ এলাকা এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। বৃষ্টি ও তুষারধসের কারণে ভূমিধসের ঘটনা ঘটতে পারে, আবার কাঁদামাটির জন্য রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যেতে পারে। তাই গাড়ির চালকদের বিশেষ করে সতর্ক করা হয়েছে।

তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে বন্দি ১৬ দিন, উদ্ধারকাজ এখনও জারি

হায়দরাবাদ, ৯ মার্চ (হি.স.): তেলেঙ্গানার ধসে পড়া সুড়ঙ্গে ১৬ দিন ধরে বন্দি। সুড়ঙ্গের ভিতরে এখন আটকে রয়েছেন ৮ জন শ্রমিক। তাঁরা কী অবস্থায় আছেন, কেমন আছেন, তা এখনও জানা যায়নি। তবে, হাল ছাড়তে নারাজ উদ্ধারকারী দল। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। গত ২২ ফেব্রুয়ারি তেলেঙ্গানার ৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্রীশৈলম সুড়ঙ্গের একাংশ আচমকাই ধসে পড়ে।
সাড়ে ১৩ কিলোমিটার ভিতরে আটকে পড়েন ৮ জন শ্রমিক। তাঁদের উদ্ধারের জন্য উদ্ধারকারী দল নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। নানা রকম ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে সবাইকে উদ্ধারের জন্য। কিন্তু এখনও শ্রমিকদের সঠিক অবস্থান জানা সম্ভব হয়নি। এমনকি তাঁদের কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আশা ছাড়ছেন না উদ্ধারকারীরা। রবিবারও উদ্ধারকাজ অব্যাহত রয়েছে।

গোয়ায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা, আর্দতার পূর্বাভাস গুজরাট ও কর্নাটকে

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.): গোয়া ও সৌরাষ্ট্রে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আগামী ২-৩ দিন গোয়া ও সৌরাষ্ট্র ছাড়াও কোঙ্কন ও কচ্ছেও তাপপ্রবাহের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। এই মর্মে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। আইএমডি আরও জানিয়েছেন, আগামী কিছু দিন গুজরাট, কর্নাটক উপকূল, কেরল ও মাহে-তে গরম ও আর্দতাজনিত অস্বস্তি থাকবে।
আইএমডি আরও জানিয়েছে, সোমবারের পর থেকে পাঁচ দিন জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, গিলগিট, বালতিস্তান, মুজাফরাবাদদ, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজধানী দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও বাড়বে গরম।

বসন্তেই তীব্র গরমের পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গে ফের চড়ছে পারদ

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি.স.): বসন্তেই তীব্র গরমের সম্ভাবনা, তাপমাত্রার পারদও চড়ছে একটু একটু করে। মাঝে দু'দিন পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের শুষ্ক বাতাস রাজ্যে প্রবেশ করায় শহর থেকে জেলায় শীত শীত অনুভূত হলেও সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। আপাতত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বাড়ছে তাপমাত্রা। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৫ ডিগ্রি বেশি। শনিবারের পর রবিবারও কলকাতায় বৃদ্ধি পেল তাপমাত্রা।

ঘৃণ্য কাজ, ক্যালিফোর্নিয়ায় হিন্দু মন্দিরে হামলায় বিবৃতি ভারতের

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.): ক্যালিফোর্নিয়ায় বিএপিএস হিন্দু মন্দিরে হামলার ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। এক বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। পূজাস্থলে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য আবেদন জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।
ক্যালিফোর্নিয়ায় হিন্দু মন্দিরে ভাঙচুরের ঘটনা অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। এভাবেই তীব্র নিন্দা করেছে ভারত সরকার।
দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার অন্যতম বৃহত্তম বিএপিএস শ্রী স্বামীনারায়ণ মন্দির। শনিবার ওই মন্দির ভাঙচুর চালানো হয় বলে জানা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, মন্দিরে বৈষম্যমূলক দেওয়াল লিখনও লিখে দেওয়া হয়। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
এমনকী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নামেও নোংরা কথা লেখা হয়েছে।
ক্যালিফোর্নিয়ার হিন্দু মন্দির হামলায় নিন্দায় সরব হয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। এক বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, "আমরা ক্যালিফোর্নিয়ার চিনো হিলসের একটি হিন্দু মন্দিরে ভাঙচুরের খবর দেখেছি। আমরা এই ধরনের ঘৃণ্য কাজের তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এই কাজের জন্য দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া এবং ধর্মীয়স্থানগুলিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাই।"

খেলোয়াড় থেকে গুজরাটের সহকারী কোচ ওয়েড

কলকাতা, ৯ মার্চ(হি.স.):খেলোয়াড় থেকে গুজরাটের কোচ হলেন ওয়েড। ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তিনি প্লেয়ার ছিলেন গুজরাট জায়ান্টসের। এই ক্লাবটিতে তিনি আবার ফিরেছেন তবে খেলোয়াড় হিসেবে নয় ফিরছেন সহকারী কোচ হিসেবে।গুজরাটের জার্সিতে ১২টি ম্যাচ খেলেছেন ওয়েড।
গত আইপিএলের নিলামের আগে অবসর নেন ওয়েড। নিলামে নিজের নামও নথিভুক্ত করেননি ওয়েড। অস্ট্রেলিয়ার এই প্রাক্তন ক্রিকেটারকে গুজরাটে দেখা যাবে সহকারী কোচের ভূমিকায়। গুজরাট এক ঘোষণায় আজ এ তথ্য জানিয়েছে। ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হ্যান্ডেল থেকে লেখা হয়েছে, ' আমরা ওয়েডকে সহকারী কোচ হিসেবে স্বাগত জানাই।'
সহকারী কোচ হিসেবে প্রধান কোচ আশিস নেহরা, ব্যাটিং কোচ পার্থিব প্যাটেল, আশিস কাপুর এবং নরেন্দর নেগির সঙ্গে কাজ করবেন তিনি। আশিস কাপুর এবং নরেন্দর নেগিও আছেন সহকারী কোচের ভূমিকায়।

এখানে পড়াশোনা ছাড়া সবকিছু হয়, যাদবপুর কাণ্ডে মিছিল থেকে নিশানা শুভেন্দুর

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি.স.): যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ঘিরে বামপন্থী ছাত্রদের বিক্ষোভ ও তার পরবর্তী অস্থিরতার প্রতিবাদে পথে নামল বিজেপি। রবিবার দুপুরে নবীনা সিনেমা হলের সামনে থেকে মিছিল করেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এখানে এত বড়, বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) আছে কিন্তু এখানে পড়াশোনা ছাড়া সবকিছুই হচ্ছে। টুকরে-টুকরে গ্যাং, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদী, র‍্যাগিং, মাদক সবকিছুই চলছে। সিপিএম, টিএমসি একসাথে ব্যবস্থা করে সবকিছু করছে। বিজেপি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা হওয়া উচিত।'

আশুতোষ কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি.স.): আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে কলকাতার আশুতোষ কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হলো দেওয়াল পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা 'এমপাওয়ার্ড উইমেন'। শনিবার আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ ড. মানস কবি এবং হরিমোহন ঘোষ কলেজের অধ্যক্ষ ড. প্রবীর বিশ্বাস আশুতোষ কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের এই দেওয়াল পত্রিকার উদ্বোধন করেন।
আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ ড. মানস কবি বলেন, এই ধরনের কাজ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ বাড়ায় এবং বিভাগের সঙ্গে তাদের আত্মিক সংযোগ স্থাপন করে। পড়ুয়াদের প্রশংসা করে হরিমোহন ঘোষ কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, ন্যাকে এই ধরণের কাজ খুব গুরুত্ব পেয়ে থাকে।
সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপকরা জানান, এই দেওয়াল পত্রিকার সব কৃতিত্ব শিক্ষার্থীদের। তাঁরা এও বলেন, নারীদের বিভিন্ন ভূমিকা নিয়ে কাজটা করার সময় পড়ুয়ারা যা শিখলো, তাতে আগামী দিনে নারীর প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শন আরও দৃঢ় হবে।
উল্লেখ্য, এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আশুতোষ কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক ডঃ রীনা দত্ত। এছাড়াও ছিলেন সাংবাদিকতা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ প্রিয়াঙ্কা রায়, পরিচালন সমিতির সদস্য তথা সাংবাদিকতা বিভাগের ডঃ রীমা রায়, শিখি চ্যাটার্জি ও প্রিয়ঞ্জলি নিয়োগী চন্দ এবং বিভাগের শিক্ষাকর্মী পল্লবী পাল প্রমুখ।

কোচবিহারের খলিসামারিতে সূচনা রাস্তার কাজের

কোচবিহার, ৯ মার্চ (হি.স.): কোচবিহারের খলিসামারিতে রাস্তার কাজের সূচনা করলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি। উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙা কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমুখ।
জানা গেছে, খলিসামারি বাজার থেকে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হবে।

ফুল তুলতে গিয়ে সাপের কামড়ে মৃত্যু নাবালিকার

মেমারি, ৯ মার্চ (হি.স.): ফুল তুলতে গিয়ে সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক নাবালিকার। মৃতার নাম রিঙ্কু ক্ষেত্রপাল। বাড়ি মেমারির পলতায়। জানা গেছে, রবিবার সকালে গাছ থেকে ফুল তোলার সময় পায়ে সাপে কামড় দেয়। দ্রুত কালনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি নাবালিকাকে।

মমতা খুব ভীত, তিনি জানেন ২০২৬ সালে ক্ষমতা হারাবেন : ইন্দ্রনীল খাঁ

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা ইন্দ্রনীল খাঁ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার প্রেক্ষিতে মমতার সমালোচনা করেছেন ইন্দ্রনীল। তিনি কটাক্ষ করে বলেছেন, মমতা খুব ভীত, তিনি জানেন ২০২৬ সালে ক্ষমতা হারাবেন।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতার আবহে রবিবার ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা (বিজেওয়াইএম) একটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। এর নেতৃত্বে ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেওয়াইএম-এর রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ। বিজেওয়াইএম-এর রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাম, অতিবাম এবং শহুরে নকশালদের সঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছেন। মমতা খুব ভীত, কারণ তিনি জানেন যে তিনি ২০২৬ সালে ক্ষমতা হারাবেন।'

৮৫ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত বর্ষীয়ান বিজেডি নেতা অনন্ত দাস

ভুবনেশ্বর, ৯ মার্চ (হি.স.): প্রয়াত হয়েছেন ওড়িশার প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেডি নেতা অনন্ত দাস। রবিবার ভুবনেশ্বরের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে অনন্ত দাসের বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন অনন্ত দাস। রবিবার ভোর চারটে নাগাদ জীবনাবসান হয়েছে তাঁর।
অনন্ত দাসের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে ওড়িশা বিধানসভার স্পিকার সুরমা পাধি বলেছেন, 'আজ প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী অনন্ত দাস জি মারা গেছেন। তিনি ওড়িশার রাজনীতিতে বিরাট অবদান রেখেছিলেন।' ১৯৪০ সালের ২৮ আগস্ট ভোগরাই ব্লকের বালিম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুরুথিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন অনন্ত দাস। আইন ডিগ্রি সহ কলা বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন তিনি এবং ওড়িশা প্রশাসনিক পরিষেবা ক্যাডারের একজন আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

মালগাড়ির কাপলিং খুলে বিপত্তি

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি.স.): বিপত্তি মালগাড়িতে। চন্দ্রকোনা রোড স্টেশনের কাছে একাধিক বগি ফেলে রেখে ছুটল মালগাড়ির ইঞ্জিন। বেশ কিছুটা চলে যাওয়ার পর, তা নজরে আসে চালকের।
রেল সূত্রে খবর, এই দুর্ঘটনার জন্য চন্দ্রকোনা রোড থেকে মেদিনীপুর যাওয়ার ডাউন লাইনে ব্যাহত হয়। একাধিক দূরপাল্লা এবং লোকাল ট্রেন আটকে যায়। খড়গপুর ডিভিশন এবং আদ্রা ডিভিশনের অন্যান্য স্টেশনেও দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেন। কী কারণে ওই কামরাগুলি বিচ্ছিন্ন হলো? তা খতিয়ে দেখা হবে বলে রেল সূত্রে খবর।

সমগ্র বিশ্ব ধর্মীয় উগ্রবাদের শিকার : বাবা রামদেব

নাগপুর, ৯ মার্চ (হি.স.): ক্যালিফোর্নিয়ায় হিন্দু মন্দিরে হামলার তীব্র নিন্দা করলেন যোগগুরু বাবা রামদেব। রবিবার মহারাষ্ট্রের নাগপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাবা রামদেব বলেছেন, সমগ্র বিশ্ব ধর্মীয় উগ্রবাদের শিকার। যোগগুরু বাবা রামদেব বলেছেন, 'ইউরোপ, আমেরিকা এবং ব্রিটেনে, ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা যেভাবে সনাতন ধর্মকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। সমগ্র বিশ্ব এই ধর্মীয় উগ্রবাদের শিকার, এবং বিশ্ব নেতাদের অবশ্যই এর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। ভারতকে এই দিকে প্রথম পদক্ষেপ নিতে হবে।'
উল্লেখ্য, ক্যালিফোর্নিয়ায় ব্যাপস হিন্দু মন্দিরে হামলার ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। এক বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। পূজাস্থলে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য আবেদন জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসবে বেলুড়ে ভক্ত সমাগম, বিশেষ পূজার্চনা

হাওড়া, ৯ মার্চ (হি.স.): রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯০-তম জন্মমহোৎসব উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্য্যালয় বেলুড় মঠে চলছে বিশেষ পূজাপাঠ। এদিন ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ মূল মন্দিরে মঙ্গলারতির মধ্য দিয়ে পূজার সূচনা হয়। এরপর মূলমন্দির লাগোয়া অস্থায়ী সভামণ্ডপে বেদপাঠ, স্তবগান এবং ভজন হয়। সকাল থেকেই বেলুড় মঠে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তাছাড়া রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় ভিড় ছিল একটু বেশিই।

ভারী তুষারপাতে অবরুদ্ধ গুরেজ-বান্দিপোরা সড়ক, ভোগান্তি স্থানীয়দের

শ্রীনগর, ৯ মার্চ (হি.স.): ভারী তুষারপাতের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল জম্মু ও কাশ্মীরের গুরেজ-বান্দিপোরা সড়ক। গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ইতিমধ্যেই রাস্তা থেকে বরফ সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। তবুও দুর্ভোগ কাটেনি গুরেজ উপত্যকার বাসিন্দাদের।
প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেছেন, 'আমরা সকলের জন্য ভোট দিয়েছি, তবুও আমাদের চাহিদা উপেক্ষা করা হচ্ছে। উন্নতির প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও, আমাদের সুযোগ-সুবিধাগুলি অবহেলিত রয়ে গেছে - বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার মরসুমে।'

ভূগর্ভস্থ জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে গিয়ে বিপত্তি, মুম্বইয়ে মৃত ৪ কর্মী

মুম্বই, ৯ মার্চ (হি.স.): ভূগর্ভস্থ জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নেমে মুম্বইয়ে প্রাণ হারালেন ৪ জন কর্মী। রবিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ের ডিমটিমকার রোডে বিসমিল্লাহ স্পেস নামে একটি নির্মীয়মান বহুতলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, নির্মীয়মান ওই বহুতলে ভূগর্ভস্থ জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার সময় চার শ্রমিক শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মুম্বই পুলিশ মৃত্যুর কারণ তদন্ত করছে।

াবল ইঞ্জিন সরকার উত্তর প্রদেশে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি করেছে : যোগী আদিত্যনাথ

মেরঠ, ৯ মার্চ (হি.স.): ডাবল ইঞ্জিন সরকার উত্তর প্রদেশে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি করেছে। জোর দিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রবিবার মেরঠের সালাওয়াতে মেজর ধ্যানচাঁদ স্পোর্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ পরিদর্শন করেছেন। পরে এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'গত আট বছরে, ডাবল ইঞ্জিন সরকার নিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা উন্নত করেছে, বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে। উত্তর প্রদেশের কাছে একটি এমএসএমই কেন্দ্র পুনরুজ্জীবিত করে, রাজ্য এখন ২.২৫ লক্ষ কোটি টাকার পণ্য রফতানি করে।'

নারী ক্ষমতায়নে জোর, দিল্লিতে মহিলাদের বাইক র‍্যালির সূচনা

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.): দিল্লির উপ-রাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা এবং মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা রবিবার সকালে দিল্লির কনৌট প্লেসে মহিলাদের বাইক র‍্যালির সূচনা করেছেন। পতাকা নেড়ে মহিলাদের বাইক র‍্যালির সূচনা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, 'দিল্লির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং সশস্ত্র বাহিনী থেকে মহিলারা এই র‍্যালিতে এসেছেন, যা দিল্লির লক্ষ লক্ষ অন্যান্য মহিলার জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে।'

উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা বলেছেন, 'আমাকে বলা হয়েছে, আজ প্রায় ১০০০ বাইকার নিজেদের প্রতিভা দেখানোর জন্য এসেছেন। এই র‍্যালির থিম হল "শক্তি থেকে সমৃদ্ধি"... র‍্যালিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে প্রধানমন্ত্রীর নারী ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে।'

তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে বন্দি ১৬ দিন, অবশেষে উদ্ধার একটি দেহ

হায়দরাবাদ, ৯ মার্চ (হি.স.): তেলেঙ্গানার ধসে পড়া সুড়ঙ্গে ১৬ দিন ধরে বন্দি। অবশেষে রবিবার উদ্ধার হল একটি দেহ, এখনও সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে রয়েছেন ৭ জন শ্রমিক। তাঁরা কী অবস্থায় আছেন, কেমন আছেন, তা এখনও জানা যায়নি। তবে, হাল ছাড়তে নারাজ উদ্ধারকারী দল। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। রবিবার উদ্ধারকারী দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে একটি দেহ উদ্ধার হয়েছে। দেহটি মেশিনে আটকে ছিল।

উল্লেখ্য, গত ২২ ফেব্রুয়ারি তেলেঙ্গানার ৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্রীশৈলম সুড়ঙ্গের একাংশ আচমকাই ধসে পড়ে।

সাড়ে ১৩ কিলোমিটার ভিতরে আটকে পড়েন ৮ জন শ্রমিক। এই মুহূর্তে বাকি ৭ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁদের উদ্ধারের জন্য উদ্ধারকারী দল নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। নানা রকম ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে সবাইকে উদ্ধারের জন্য। কিন্তু এখনও বাকি শ্রমিকদের সঠিক অবস্থান জানা সম্ভব হয়নি। এমনকি তাঁদের কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আশা ছাড়ছেন না উদ্ধারকারীরা।

যাদবপুর কাণ্ডে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে মিছিল

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি.স.): যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ঘিরে বামপন্থী ছাত্রদের বিক্ষোভ ও তার পরবর্তী অস্থিরতার প্রতিবাদে পথে নামল বিজেপি। রবিবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার নবীনা সিনেমা হলের সামনে থেকে মিছিল করেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির দাবি, যাদবপুরের যে অচলাবস্থা তার দায় সিপিএম এবং তৃণমূলের। এদিনের মিছিল থেকে ব্রাত্য বসু, ওমপ্রকাশ মিশ্রদের গ্রেফতারের দাবিও ওঠে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিখিল ত্রিপুরা শ্রী শ্রী হরিভক্তি প্রচারিণী সভার উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। নিখিল ত্রিপুরা শ্রী শ্রী হরিভক্তি প্রচারিণী সভার উদ্যোগে আজ শিব বাড়িতে এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। নিখিল ত্রিপুরা শ্রী শ্রী হরিভক্তি প্রচারিণী সভার উদ্যোগে রবিবার আগরতলার শিববাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এই রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন প্রভুপাদ নিত্য গোপাল গোস্বামী ও প্রভুপাদ প্রেম গোপাল গোস্বামী। প্রসঙ্গত প্রতিবছরই সাতদিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শ্রী শ্রী হরি ভক্তি প্রচারিণী সভার। এ উপলক্ষে আয়োজিত হয় রক্তদান শিবিরও। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

'রঙ পেন্সিল — ২': দেবযানী ঘোষের তুলিতে অনুভূতির এক অনন্য রূপায়ণ

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি.স.): গগনেন্দ্র চিত্র প্রদর্শশালায় শুরু হয়েছে এক অনন্য চিত্র প্রদর্শনী 'রঙ পেন্সিল — ২'। শিল্পী দেবযানী ঘোষের তুলির ছোঁয়ায় সৃষ্ট চিত্রকলা নিয়ে আয়োজিত এই প্রদর্শনী ৮ মার্চ থেকে শুরু হয়ে চলবে ১০ মার্চ পর্যন্ত।

শিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় কখনও ক্যানভাস জুড়ে ধরা পড়েছে প্রকৃতির অপরূপ রূপ, কখনও আধ্যাত্মিকতার গভীরতা, আবার কখনও উঠে এসেছে সমাজের নানান প্রান্তিক চরিত্রের গল্প। জলরঙ, এক্রেলিক, মিশ্র মাধ্যমবিভিন্ন ধরণের আঁকায় ভরিয়ে তুলেছেন ক্যানভাসকে। কিছু ছবিতে প্রকৃতির নিসর্গ উঠে এসেছে মোহনীয় রঙের ছোঁয়ায়, কিছু চিত্রে দেখা মিলেছে সরস্বতীর আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবি, আবার কিছু ক্যানভাসে রঙ তুলির ছোঁয়ায় ফুটে উঠেছে আদিবাসী নারীর স্বপ্ন, জীবনযুদ্ধ ও আবেগ। এই চিত্র প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ভারতের প্রথম লোকপাল ও সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পিনাকী চন্দ্র ঘোষ। তিনি শুধু বিচারপতি নন, তিনি শিল্পীর জীবনসঙ্গীও। তবু দেবযানী ঘোষের শিল্পীসত্তা একেবারেই স্বতন্ত্র। তাঁর ছবি দেখে বোঝাই যায়, শিল্প তাঁর মনের গভীর অনুভূতির প্রকাশ, যা কেবলমাত্র পারিবারিক পরিচয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

দেবযানী ঘোষ বলেন, 'আমি কখনও প্রথাগতভাবে ছবি আঁকার শিক্ষা নিইনি। আমার ছবি আঁকার ভাবনা আসে একেবারে হৃদয়ের গভীর থেকে। যখন যা অনুভব করেছি, সেটাই ক্যানভাসে তুলে ধরেছি। প্রতিটি রেখা, প্রতিটি রঙের ছোঁয়ায় আমি আমার অনুভূতির গল্প বলতে চেয়েছি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সহধর্মিণী হিসেবে জীবনটা বরাবরই ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। সংসার, সন্তান মানুষ করা, পারিবারিক দায়িত্ব সামলানো সবকিছুই আমাকে করতে হয়েছে। তবে আমার স্বামী সবসময় আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাই নিজের জন্য সময় বার করা কখনো কঠিন মনে হয়নি।'

এটি দেবযানী ঘোষের 'রঙ পেন্সিল' সিরিজের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রদর্শনী। ২০২০ সালে কলকাতার গগনেন্দ্র চিত্র প্রদর্শশালাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'রঙ পেন্সিল — ১'। সেটি দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং শিল্পপ্রেমীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। এবার আরও পরিশীলিত শিল্পকর্ম নিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হয়েছেন তিনি।

দেবযানী ঘোষের ছবিগুলি শুধু চিত্রকলা নয়, বরং প্রতিটি শিল্পকর্ম যেন এক একটি গল্প বলে। কিছু ছবি নিছক প্রকৃতির রূপমাধুর্য্যকে তুলে ধরেছে, কিছু ছবিতে উঠে এসেছে নারীর জীবনযাত্রার সংগ্রাম ও স্বপ্নের কথা। কিছু ছবিতে শিল্পীর নিজস্ব দর্শনও ফুটে উঠেছে, যা দর্শকদের ভাবিয়ে তুলবে।

এখানে প্রতিটি ক্যানভাস যেন এক-একটি কবিতা, যেখানে রঙের ভাষায় লেখা হয়েছে অনুভূতির গভীরতম প্রকাশ। তাঁর শিল্পকর্মে প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থান যেমন দৃশ্যমান, তেমনই নারীর শক্তি, সত্তা ও স্বপ্নের অভিব্যক্তিও স্পষ্ট। যারা শিল্প ভালোবাসেন, তাদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হতে চলেছে।

'রঙ পেন্সিল — ২' শুধুমাত্র একটি চিত্র প্রদর্শনী নয়, এটি এক শিল্পীর আত্মপ্রকাশ, তাঁর ভাবনার বহিঃপ্রকাশ, এবং জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। কলকাতার শিল্পপ্রেমীদের জন্য এটি অবশ্যই এক বিশেষ আকর্ষণ। এই চিত্রকলা উপভোগ করতে করতে হয়তো দর্শকের মনে জন্ম নেবে নতুন চিন্তাভাবনার এক অনন্য জগত!

প্রতিদিন বিকেল ২টো থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে এই প্রদর্শনী, যেখানে দর্শনার্থীরা শিল্পীর ভাবনায় রঙিন এক জগতের সন্ধান পাবেন।

সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু সোমবার, চলবে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ৯ মার্চ (হি.স.): সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায় ১০ মার্চ, সোমবার থেকে শুরু হবে। ৪ এপ্রিল পর্যন্ত চলমান এই অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে ২০টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন বিলের উপর আলোচনা এবং ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও, ব্যাঙ্কিং আইন (সংশোধন) বিল, উপকূলীয় জাহাজ চলাচল বিল, ২০২৪ ত্রিভুবন সহকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল, অভিবাসন ও বিদেশী বিল, ২০২৫ এবং রেলওয়ে (সংশোধন) বিল সহ বেশ কয়েকটি আইন আলোচনা এবং পাসের জন্য গৃহীত হবে।

সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব ৩১ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সংসদের উভয় কক্ষে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন অধিবেশনের প্রথম পর্বে কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থাপন করেছিলেন। লোকসভা প্রথম পর্বে ১১২ শতাংশ উৎপাদনশীলতা রেকর্ড করেছে।

নাবালিকার শ্লীলতাহানি, গ্রেফতারির দাবিতে পথে তৃণমূল

কলকাতা, ৯ মার্চ (হি.স.): দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারির দাবিতে রবিবার দমদমে পথে নামল তৃণমূল। বিগত মাসের ১৯ তারিখ নাগেরবাজার থানায় দুই নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত শাসকদলেরই প্রভাবশালী নেতার ঘনিষ্ঠ বলে অভিযোগ করেন নাবালিকার পরিবার। জানা গেছে, অভিযুক্ত এখনও অধরা।

রবিবার দক্ষিণ দমদম পুরসভার ১৩নং ওয়ার্ডে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিছিল করা হয়। দোষীর গ্রেফতারির দাবিতে শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্ব পথে নামে।

নাগপুরে পতঞ্জলি ফুড ও হার্বাল পার্কের উদ্বোধন, রামদেবের প্রশংসায় গড়করি

নাগপুর, ৯ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নাগপুরে রবিবার পতঞ্জলি ফুড ও হার্বাল পার্কের উদ্বোধন করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। এই উপলক্ষ্যে নাগপুরে এক বিশেষ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের যোগগুরু বাবা রামদেবও উপস্থিত ছিলেন।

পতঞ্জলি খাদ্য ও ভেষজ পার্কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি বলেন, 'আমাদের আচার্য্য রামদেব বাবা, যিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য গুণগত অবদান রেখেছেন এবং এর বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।'

এক বিশেষভাবে সক্ষম ছেলের উপর নির্ভর গোটা পরিবার, সাহায্যের আর্জি সরকারের নিকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ:এক বিশেষভাবে সক্ষম ছেলের উপর নির্ভর গোটা পরিবার। এই বিরল চিত্রটি দেখা গেছে সোনামুড়া থানাধীন বেজিমারা পঞ্চায়েত থেকে।

সোনামুড়া থানাধীন বেজিমারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক শারীরিক প্রতিবন্ধী ছেলের উপর নির্ভর পাঁচজনের পরিবার। প্রতিবন্ধীর নাম ওয়াসিম মিয়া, বাবার নাম আব্দুল বারেক। বাড়ি বেজিমারা গ্রাম পঞ্চায়েতের বরনারায়ন টিলায়। ওয়াসিম মিয়ার জন্মের পর থেকে দুটি পা বিকলাঙ্গ। সে পা দুটো নিয়ে ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারে না। বলা যেতে পারে ১০০% বিকলাঙ্গ। তারপরেও শরীরের বিভিন্ন ঝুঁকি নিয়ে বিকলাঙ্গ ওয়াসিমকে প্রতিদিন রুটি রোজগারের জন্য বের হতে হয়। কারণ তার মাথার উপর পরিবারের পাঁচজন নির্ভরশীল।তার বাবা রয়েছে, কিন্তু থাকলেও সেও মানসিক ভারসাম্যহীন, রয়েছে মা, মা কোন কাজ করতে পারেন না, রয়েছে বোন, এর মধ্যে একজনকে বিয়ে দিয়েছে, বাকি দুজন পড়াশোনা করছে। নিজের ঘর-ভিটে ছাড়া, সম্পত্তি নেই বিকলাঙ্গ ওয়াসিম মিয়ার। মাসে ২০০০ টাকার সরকারি ভাতা পেলেও, কিন্তু ২ হাজার টাকা দিয়ে পরিবারের পাঁচজনের ভরণ পোষণের জন্য কোন কিছুই হয় না।এ মুহূর্তে চলছে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র রমজান মাস। এই রমজান মাসে পুন্যের আশায় দান করেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীর। তাই সকলে যাতে, অর্থাৎ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তাকে যেন আর্থিক দিক দিয়ে সহযোগিতা করে সেই আবেদন জানিয়েছে বিকলাঙ্গ ওয়াসিম। তার পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও সাহায্যের আবেদন জানায় সে।

রাজনৈতিক টানাপোড়নের জন্য উদ্বোধনের পরও চালু হয়নি বাজার শেড, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ:উদ্বোধনের পরও চালু হলো না বাজার শেড। বাম সরকারের আমলে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত সেকেরকোট পঞ্চায়েত সংলগ্ন জায়গায় দ্বিতল বিশিষ্ট নিউ মার্কেট কমপ্লেক্সটি আজও তালাবন্দি অবস্থায় আছে। রাজনৈতিক টানা পূরণের জন্য উদ্বোধনের পরেও চালু হলো না বাজার সেড। জানা গেছে বিগত বাম সরকারের আমলে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত সেকেরকোট গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন জায়গায় বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হওয়া দ্বিতল বিশিষ্ট নিউ মার্কেট কমপ্লেক্সটি তৎকালীন সিপিআইএম সরকারের উপাধ্যক্ষ ভানুলাল সাহা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু উদ্বোধনের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই দ্বিতল বিশিষ্ট নিউমার্কেট কমপ্লেক্সটি চালু হয়নি। যে নিউমার্কেট কমপ্লেক্সটি ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের সুবিধার স্বার্থে করা হয়েছিল। আগের মত এখনো সবজি বিক্রেতারা রাস্তার পাশে এবং পশ্চিম বাজারে সবজি নিয়ে বসে।মাছ মাংস এবং অন্যান্য বিক্রেতারাও আগের মতই পশ্চিম বাজারে ফুটপাতে বসে ব্যবসা করছে। স্থানীয় এক ব্যক্তি জানিয়েছেন দ্বিতল বিশিষ্ট নিউমার্কেট কমপ্লেক্সটি চালু হলে সকলের জন্যই ভালো হতো এবং অনেক সুবিধা হতো কিন্তু রাজনৈতিক টানাপূরণের কারণে এখন পর্যন্ত এই নিউমার্কেট কমপ্লেক্সটি চালু হয়নি বলে অভিযোগ। বর্তমানে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই দ্বিতল বিশিষ্ট নিউমার্কেট কমপ্লেক্সের ভেতরে মদের রমরমা আসর বসে। কমপ্লেক্সের ভেতরে এবং বাইরের চতুর্দিকে দেশি এবং বিলেতি মদের খালি বোতল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে যা একেবারেই বেমানান বলে মনে করছে সবাই। কবে নাগাদ এই নিউমার্কেট কমপ্লেক্সটি চালু হবে কেউ এখনো সেই ব্যাপারে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারছে না।

রোগী থেকে অবৈধভাবে

● প্রথম পাতার পর

গুঞ্জন। উল্লেখ্য, রক্তপরীক্ষা করার জন্য কমপক্ষে ল্যাব টেকনেশিয়ান সার্টিফিকেটের প্রয়োজন। জানা গেছে, নগেন্দ্র দেববর্মার শিক্ষাগত যোগ্যতা মাত্র মাধ্যমিক পাশ। কিন্তু তারপরও কি করে সে হাসপাতাল চত্বর থেকে রোগীদের রক্ত সংগ্রহ করছে? বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে দেখা দিয়েছে তীব্র বিক্ষোভ। এই বিষয়ে অবিলম্বে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন স্থানীয় জনতা।

বিজেপির নেতৃত্বে

● প্রথম পাতার পর

জনজাতি উগ্রবাদীরা আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাদের অধিকার আদায়ে প্রতিবাদ কমেছে। বিজেপি সরকারের আওতায় জনজাতি জনগণ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, আগে যারা উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল, তারা এখন শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের অধিকার পেয়েছে।

এছাড়া, বিপ্লব দেব রাজ্য সরকারের জনজাতি উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে জানান যে, বিজেপি সরকার তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে কাজ করছে।

বিজেপি জমানায়

● প্রথম পাতার পর

মানিক সাহার নেতৃত্বের সরকার ত্রিপুরার সকল অংশের মানুষের সরকার। তাই জনগণ বিজেপির উপর আস্থা রেখে ২০১৯ এবং ২০২৪ সালেও লোকসভ আসনে ত্রিপুরা থেকে দুটি পদ্মফুল উপহার দিয়েছেন। তাই তিনি আপামর ত্রিপুরাবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, বর্তমানে অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহার নেতৃত্বাধীন সরকার এখন ত্রিপুরার জনগণের আওয়াজ হয়ে উঠেছে।

তাঁর দাবি, বিজেপির জমানায় ত্রিপুরায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইন্টারনেট পরিষেবা সহ সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে। কারণ, বিজেপি জনগণের সেবার জন্য কাজ করে। বিগত দিনে ত্রিপুরা সিপিএমের জমানায় রক্ত রঞ্জিত ছিল। সেই ত্রিপুরায় বিজেপি জমানায় অপরাধের হার ৩০% কমেছে। পাশাপাশি, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ হচ্ছে।

এদিন তিনি বলেন, আজ আমি ত্রিপুরা সরকারের দুটি বড় স্কিম ঘোষণা করছি। এরমধ্যে প্রথমটি হচ্ছে — মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা। এই প্রকল্পে বিপিএল পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্ম হলে ত্রিপুরা সরকার সেই নবজাত কন্যা সন্তানের নামে ৫০ হাজার টাকার বন্ড দাখিল করবে। এরপর মেয়েটি ১৮ বছর হলে সে বন্ডটি গ্রহণ করবে এবং যার মূল্য হবে ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ঘোষিত অপর প্রকল্পটি হচ্ছে — মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা। যে প্রকল্পের আওতায় সমস্ত স্তরের বোর্ড পরীক্ষায় বসা ১৪০ জন মেধাবী উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রীকে স্কুটি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। আর এই দুটি প্রকল্পেরই পরিকল্পনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

এদিন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত সুবিশাল জনসভায় সর্বভারতীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডার হাতে ত্রিপুরাবাসীর আশীর্বাদধন্য দ্বিতীয় বিজেপি সরকারের ২ বছরের জনকল্যাণকারী কাজের খতিয়ান সম্বলিত পুস্তিকার শুভ উন্মোচন হয়েছে।

বটতলা নিজ

● প্রথম পাতার পর

পান তার সহকর্মী আত্মহত্যা করেছে। সে দীর্ঘদিন ধরে ঋণে জর্জরিত ছিল। তার কারণেই সে আত্মহত্যা করেছে বলে, প্রাথমিক ধারণা সুদীপ ঘোষের। এদিকে মৃতের পরিবারের অভিযোগ সুদীপ ঘোষই থাকে খুন করেছে।। ঘটনার তদন্ত নেমেছে পুলিশ।

ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

ছেলে রয়েছে। কি কারনে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করল নির্মল পাল তা জানা যায়নি।

ফাঁসি দেওয়ার পর এলাকাবাসীরা দেখতে পেয়ে তাকে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তাতেই নির্মল পালের মৃত্যু হয়। এখন নির্মল পালের মৃতদেহ জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা রয়েছে। ময়নাতদন্ত করার পর তার মৃতদেহ পরিবারের লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। নির্মল পালের মৃত্যুকে ঘিরে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আগামী দিনে আরও

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা চালিয়েছে। চাকরি কেলেঙ্কারি, স্বজন পোষণ, দুর্নীতি, স্কুল কলেজে গুণ্ডাগিরি, অফিস কাছাড়িতে আন্দোলনের নামে গুণ্ডাগিরি চালিয়েছে তারা। ওরা আদালত পর্য্যন্ত মানে না, বিচার মানে না। কিছুদিন আগে আদালতের নির্দেশে ওদের তিন নেতাকে জেলে যেতে হয়েছে। কিন্তু তারা বলছে যে তারা কোন দোষ করেনি। এরআগেও ওদের এক এমপি থানা থেকে অভিযুক্তকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করেছিল। আজ তারা আবার গণতন্ত্রের কথা বলে। কিন্তু তাদের সময়ে কোথায় ছিল গণতন্ত্র? দুই সাংবাদিককে তাদের সময়ে হত্যা করা হয়েছিল। যার বিচার এখনো চলছে। আমি নিশ্চিত আগামীদিনে যারা এই খুন সংঘটিত করেছে সেই বিচার অবশ্যই হবে। সিবিআই তদন্তের কাজ করছে। আমি আশা করি খুব শীঘ্রই খুনের সঙ্গে যুক্তদের বিচার হবে।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, তৎকালীন সময়ে খুন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ সহ কোন অপরাধের বিচার হয়নি। তাদের সময়ে ৮০'র দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। সেসময় মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করতো না ওরা। গোয়েবলসীয় কায়দায় এখনো তারা মিথ্যার অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। আর ওদের পার্টি গোয়েবলসীয় কায়দায় মিথ্যা বলার একটা কারখানা। গত ৭ বছরে ত্রিপুরার বাজেট প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০২৪ — ২৫ অর্থ বছরে বাজেটে ৭,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পরিকাঠামো উন্নয়নে রাখা হয়েছে। পরিকাঠামো যদি উন্নত না হয় তবে কোন অবস্থায় বাইরে থেকেও বিনিয়োগকারীরা আসবেন না। আমাদের বর্তমানে মাথাপিছু গড় আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। বেড়েছে জিএসডিপি। বিরোধীদের যাবতীয় চক্রান্তকে অতিক্রম করে রাজ্যে এখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এনসিআরবি'র রিপোর্ট অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় নিচের দিক থেকে দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও গৃহমন্ত্রী বারবার বলছেন যে উত্তর পূর্বাঞ্চল যদি উন্নত না হয় তবে ভারতও উন্নত হবে না। সেই দিশায় এখন পর্যন্ত ১২টির মতো চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এখন উত্তর পূর্বাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছুদিন আগে এনএলএফটি ও এটিটিএফ বৈরীরা চুক্তি মোতাবেক অস্ত্র সমর্পণ করেছে। তাই এখন আমরা বলতে পারি সন্ত্রাসবাদ মুক্ত ত্রিপুরা। প্রধানমন্ত্রীর হিরা মডেলের কারণে জাতীয় সড়ক, ইন্টারনেট, রেলওয়ে, এয়ারওয়ের প্রভূত উন্নতি হয়েছে রাজ্যে। সবদিক দিয়ে এখন ত্রিপুরা উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে চলছে। আমাদের এখানে প্রায় ৮৩৯ কিলোমিটার জাতীয় সড়কের কাজ চলছে। মুম্বাই ও চেন্নাইয়ের পরে তৃতীয় শক্তিশালী ইন্টারনেট পরিষেবা পেয়েছে ত্রিপুরা। মহিলাদের সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভর করে তোলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার। মহিলাদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণ করেছে সরকার। সরকারি স্টল বণ্টনে মহিলাদের জন্য রিজার্ভেশন রাখা হয়েছে। মহিলাদের নামে জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রেও রাজস্ব ছাড় দেওয়া হয়েছে। ডিগ্রি কলেজে পাঠরত ছাত্রীদের সমস্ত রকমের ফি মুকুব করা হয়েছে। মহিলাদের সম্মানের কথা ভেবে পিঙ্ক টয়লেট চালু করা হয়েছে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, যুবদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরায় ২০১৮ থেকে এখন পর্যন্ত ১৬,৪৫১ জনকে সরকারি চাকরি প্রদান করা হয়েছে। ৫,৭৭১ জনকে আউটসোর্সিংয়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে ২,৯৩৬ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। আমাদের সরকার স্বচ্ছ পদ্ধতিতে যাবতীয় নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে। আগামী দিনগুলিতে আরও ৮,০০০ চাকরি প্রদানের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডাঃ সাহা বলেন, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও সিপিএম, কংগ্রেস জোট বেঁধেছিল। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা আবারও সরকার গঠন করেছি। আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে সফলভাবে রূপায়ণ করতে চাই।

ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ সম্বিত পাত্রা, সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মন, ত্রিপুরা প্রদেশ প্রভারী ড. রাজদীপ রায়, সংগঠন মহামন্ত্রী রবীন্দ্র রাজু সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, বিধায়ক, জনপ্রতিনিধি এবং দলের কার্য্যকর্তাগণ।

এদিন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত সুবিশাল জনসভায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডার উপস্থিতিতে রাজ্যের দ্বিতীয় বিজেপি সরকারের ২ বছরের জনকল্যাণকারী কাজের খতিয়ান সম্বলিত পুস্তিকার শুভ উন্মোচন করা হয়।

প্রাণনাশের হুমকি

● আটের পাতার পর

কাজে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে আব্দুল জলাল ধারালো দা দিয়ে রুখিয়ার মাথায় এলোপাতাড়ি কুপিয়ে রক্তাক্ত করে পালিয়ে যায়। রুখিয়ার চিৎকার চেচামেচি শোনে গ্রামবাসীরা এগিয়ে আসে এবং জেলা হাসপাতাল নিয়ে যায়। রুখিয়ার মাথায় আটটি সেলাই লাগে। ঘটনার পরের দিন সকালবেলায় রুখিয়ার বাবা কৈলাসহর মহিলা থানায় আব্দুল জালালের নামে লিখিত অভিযোগ করে। রুখিয়া দীর্ঘদিন বাড়িতে থাকার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে ৩ মার্চ থেকে রুখিয়া প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। রুখিয়া স্কুলে যাওয়া শুরু করার পর আব্দুল জলাল রুখিয়াকে ফোন করে হুমকি দিয়ে বলে যে, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তাকে মেরে ফেলবে। এই হুমকি পাবার পর থেকে রুখিয়া ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। বাড়িতে মা মানসিক অবসাদগ্রস্ত এবং বৃদ্ধ বাবাও অসুস্থ। মা বাবা ছাড়া বাড়িতে রুখিয়ার কেউ নেই। প্রানে মেরে ফেলার হুমকির রেকর্ডিংটি রুখিয়া পুলিশকে দিয়েছে। এব্যাপারে কৈলাসহর মহিলা থানায় যোগাযোগ করে জানা যায় যে, রুখিয়ার বাবার লিখিত অভিযোগ পাবার সাথে সাথেই পুলিশ মামলটি রেজিষ্ট্রি করেছে। পুলিশ অভিযুক্ত আব্দুল জলালকে গ্রেফতার করার জন্য ফোন ট্রেক করে রেখেছে। ভীতসন্ত্রস্ত রুখিয়া বেগম নিজের প্রান বাঁচানোর জন্য রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রীর কাছে মিডিয়ার মাধ্যমে প্রানভিক্ষা চেয়েছেন। বর্তমানে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ওই মহিলা।

বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল

● আটের পাতার পর

কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন, যার সূত্রপাত হলো। আগামীদিনেও জনগনের স্বার্থে কাজ করতে চান।

াঙ্গন

৩৮তম জাতীয় গেমসে অংশগ্রহণকারী কোচ, অফিসিয়াল, খেলোয়াড়রা সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত খেলোয়াড়রা। সঙ্গে কোচ, টেকনিক্যাল অফিসিয়াল এবং আধিকারিকরাও। পাঁচটি ইভেন্টে হাতে গোনা কয়েকজন। স্বল্প পরিসরের কারণ স্বল্প সময়। একই কারণে প্রশিক্ষণেরও খামতি ছিল বৈকি। দীর্ঘ বছর পর ত্রিপুরার খেলোয়াড়দের ত্রিপুরার নামে জাতীয় গেমসে অংশগ্রহণ। ভিক্টরি স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে পদক অধরা হলেও অর্জিত অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অপরিসীম। আশা করা হচ্ছে খেলোয়ারদের এই অভিজ্ঞতা এবং কোচ, অফিসিয়াল, কর্মকর্তা ও আধিকারিকদের পর্যবেক্ষণকে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনে বড় পরিসরে অংশগ্রহণ এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ হেতু নিশ্চিত সাফল্যের প্রত্যাশাও প্রত্যেকে ব্যক্ত করেন। রবিবার রাজধানীর এক অভিজাত হোটেলে এবারকার অর্থাৎ ৩৮ তম ন্যাশনাল গেমসে ত্রিপুরার হয়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক খেলোয়াড়, কোচ, টেকনিক্যাল অফিসিয়াল এবং আধিকারিকদের প্রত্যেককে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, সম্পাদক সুজিত রায়, প্রদেশ বিজেপি ত্রিপুরা স্পোর্টস সেল প্রভারি কমল দে, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের কোষাধ্যক্ষ তপন ভট্টাচার্য্য, সদস্য বিমান দেব, স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায় প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

ছোটদের রাজ্য ক্রিকেট : সদরহীন ফাইনালে আজ উদয়পুর - খোয়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। ক্রিকেট মাঠে মহারণ। ছোটদের ক্রিকেটে রাজ্য সেরা কোনমহকুমা তা নির্ধারণ হবে আগামীকাল (সোমবার)। তবে এবারই প্রথম সদরহীন ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সদর এ এবং সদর বি কোনও দলই ফাইনালে উন্নীত হতে পারেনি। উল্লেখ্য, বিগত সময়ে অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেট আসরে সদর এ এবং সদর বি ফাইনালিস্ট হিসেবে পরস্পরের মুখোমুখি হত। এবার ব্যতিক্রম। বিলোনিয়ায় বিদ্যাপীঠ মাঠে খেতাব দখলের লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে দুই শক্তিশালী দল উদয়পুর মহকুমা এবং খোয়াই মহকুমা। রাজ্য অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। দু দল এবারই প্রথম ফাইনালে খেলা ছাড়পত্র অর্জন করেছে। ফলে দু-দলই চাইছে প্রথমবার খেতাব দখল করতে। ফলে ২২ গজের লড়াই হবে জমজমাট তা বলা যায়। দু দলই রবিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। ফাইনালে ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নামবে উদয়পুর মহকুমা। এবং দু-দলের মধ্যে মূলত পার্থক্য গড়ে দিতে পারে উদয়পুর মহকুমার সব থেকে প্রতিভাবান অলরাউন্ডার শ্রীমন দেবনাথ। আসরে এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচ খেলে চারটি শতরান ও একটি অর্ধশতরান সহ শ্রীমনের মোট রান ৬২৫। যার ধারে কাছেও কোনক্রিকেটার নেই। ফাইনালে যদি শ্রীমনের ব্যাট আবার জ্বলে উঠতে পারে তাহলে উদয়পুর মহকুমা অনেকটা অনায়াসেই খেতাব জয় করে নিতে পারবে। তবে শ্রীমনকে আটকানোর যাবতীয় ছক কষে নিয়েছেন খোয়াই মোহকুমার কোচ পীযুষ দেব। তিনি তার ক্রিকেটারদের বারবার সতর্ক করছেন। এদিন সকালে বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুশীলন করে খোয়াই মহকুমার ক্রিকেটাররা। খোয়াইকে সাফল্য পেতে হলে শ্রীমনের উইকেট দ্রুত তুলতেই হবে। পাশাপাশি বিপ্রজিত বড় ইনিংল খেলতে দিলে চলবে না। ফলে কিছুটা চাপ নিয়েই মাঠে নামবে খোয়াই মহকুমা। অপরদিকে খেতাব জয় করা নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী উদয়পুরের শিবির। আত্মবিশ্বাসী হলেও আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নারাজ ক্রিকেটার থেকে কোচ।

সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-২০ ক্রিকেটে আজ ৪টি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দু-দিন বন্ধ থাকার পর আগামীকাল (সোমবার) হবে চারটি ম্যাচ। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। আগামীকাল সকাল পৌনে ৯ টায় নরসিংগড় টি আই টি মাঠে শতদল সঙ্ঘ খেলবে বি সি সি-র বিরুদ্ধে, দুপুর পৌনে একটায় জে সি সি খেলবে পোলস্টার ক্লাবের বিরুদ্ধে। এদিকে মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে সকাল ৯ টায় হার্ভে ক্লাব খেলবে চলমান সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এবং দুপুর ১ টায় ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে ইউনাইটেড বি এস টি-র বিরুদ্ধে। আসরের প্রথম ম্যাচে বি সি সি, জে সি সি, পোলস্টার এবং হার্ভে ক্লাব পরাজিত হয়েছিলো। ফলে ঘুরে দাঁড়াতে হলে ওই ৪ দলের জয় দরকার আগামীকাল। এদিকে, আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে আজ মাঠে নামবে সদ্য বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন ব্লাডমাউথ ক্লাব। দলের কোচ অণিরুদ্ধ সাহা চাইছেন এবারের আসরেও সেরার সম্মান পেতে। তাই দলীয় ক্রিকেটারদের বারবারই বলছেন নিজেদের সেরা খেলাটা মাঠে নিংড়ে দিতে। চ্যাম্পিয়নের মেজাজেই যাতে খেলা শুরু করা যায়। অপরদিকে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ব্লাডমাউথ ক্লাবকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চাইছেন ইউনাইটেড বি এস টি-র ক্রিকেটাররাও।

সালাহর মাইলফলকের রাতে শিরোপার আরও কাছে লিভারপুল

দারুণ এক জয়ে প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জয়ের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল লিভারপুল। মোহাম্মদ সালাহর মাইলফলক গড়া জোড়া গোলের রাতে সাউদাম্পটনের বিপক্ষে লিভারপুলের জয় ৩-১ ব্যবধানে। এদিন অবশ্য শুরুতে পিছিয়েই পড়েছিল লিভারপুল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় আর্নে স্লটের দল এবং আদায় করে নেয় গুরুত্বপূর্ণ এক জয়।

ঘরের মাঠে পাওয়া এই জয়ের পর লিভারপুলের পয়েন্ট এখন ২৯ ম্যাচে ৭০। দুইয়ে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট ২৭ ম্যাচে ৫৪। অর্থাৎ দুই ম্যাচ হাতে রাখা আর্সেনাল এখন পিছিয়ে আছে ১৬ পয়েন্টের ব্যবধানে। আগামীকাল রাতে আর্সেনাল মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। এই ম্যাচে জিতলে ব্যবধানটা ১৩-তে আনতে পারবে গানাররা।

অ্যানফিল্ডে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে লিভারপুল। একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষকে বেশ চাপের মুখে রাখে তারা। কিন্তু বারবার গোলের কাছাকাছি গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে লিভারপুল আক্রমণভাগ। প্রথমার্ধে লিভারপুল ৭৬ শতাংশ বলের দখল রেখে শট নেয় ১২টি, যার মাত্র ২টি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা।

অন্য দিকে প্রতি আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলা সাউদাম্পটন ৪ শটের ৩টি লক্ষ্যে রেখে আদায় করে নেয় গোলও। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে লিভারপুলের এলোমেলো হয়ে পড়া ডিফেন্সের সুযোগ নিয়ে দলকে এগিয়ে দেন উইল স্মলবোন। এই গোলে ঘরের মাঠে হারের শঙ্কা নিয়েই বিরতিতে যায় লিভারপুল।

বিরতির পর অবশ্য ম্যাচে ফিরতে বেশি সময় লাগেনি লিভারপুলের। ৫১ থেকে ৫৪ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে ম্যাচে এগিয়ে যায় আর্নে স্লটের দল। প্রথমে ৫১ মিনিটে লুইস দিয়াজের পাস থেকে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান দারউইন নুনিয়েজ।আর তিন মিনিট পর পেনাল্টি থেকে গোল করে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন সালাহ।

এটি চলতি মৌসুমে সালাহর ৪১ ম্যাচে ৩১তম গোল। পাশাপাশি এই গোলে লিভারপুলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় তিন নম্বরে উঠে এলেন সালাহ। গর্ডন হজসনের ২৪১ গোল ছাড়িয়ে সালাহর গোল এখন ২৪২।

এখন মিসরীয় তারকার ওপরে আছেন রজার হান্ট (২৮৫) ও ইয়ান রাশ (৩৪৬)।

এরপর ম্যাচের ৮৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে সালাহ আদায় করে নেন আরও একটি গোল। এই গোলে আরও একটি মাইলফলকে নাম লেখান সালাহ। প্রিমিয়ার লিগে সর্বোচ্চ গোলে সালাহ এখন ছুঁয়ে ফেলেছেন পঞ্চম স্থানে থাকা সের্হিও আগুয়েরোকে। অর্থাৎ এককভাবে জায়গাটি নিজের করে নেওয়া এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। এরপর ম্যাচে আর কোনো গোল না হলে দারুণ এক জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে লিভারপুল।

এক দিনের ক্রিকেট অপছন্দ ! 'আঙুর ফল টক' মইনের

এক দিনের ক্রিকেট পছন্দ নয় মইন আলির। তাঁর মতে ক্রিকেটের সবচেয়ে খারাপ ফরম্যাট হচ্ছে ৫০ ওভারের ক্রিকেট। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সব ম্যাচ হেরে গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছে ইংল্যান্ড। তার পরেই ইংল্যান্ডের প্রাক্তন পেসারের মতে এক দিনের ক্রিকেটের নিয়ম খারাপ। মইন নিজে ১৩৮টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন। ২৩৫৫ রান করেছেন তিনি। নিয়েছেন ১১১টি উইকেট। ২০২৪ সালে ৩৭ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন মইন। তিনি বলেন, "এক দিনের ক্রিকেট প্রায় মারা গিয়েছে। বিশ্বকাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ছাড়া কোনও উৎসাহ নেই। এই ফরম্যাট খেলাটাই অসহ্যকর। অনেক কারণ আছে সেটার।"

এক দিনের ক্রিকেটের নিয়ম নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মইন। তিনি বলেন, "নিয়মগুলো খুব খারাপ। প্রথম পাওয়ার প্লে-র পর এক জন বাড়তি ফিল্ডার ৩০ গজের মধ্যে থাকে। তাতে উইকেট নেওয়া খুব মুশকিল হয়।

জাতীয় সাব-জুনিয়র কাবাডি টুর্নামেন্ট বিহারে, রাজ্য দলের সিলেকশন ১৬ মার্চ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কাবাডি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত ৩৪ তম সাব-জুনিয়র বালক-বালিকা জাতীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ ২৭ মার্চ থেকে বিহারের গয়াস্থিত রসুলপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানকার জি ডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল ক্যাম্পাসে চার দিন ব্যাপী আয়োজিত জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতা চলবে ৩০ মার্চ পর্যন্ত। জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা দল অংশ নেবে বলে স্থির হয়েছে। নির্দিষ্ট বয়স অর্থাৎ অনূর্ধ ১৬ বছরের খেলোয়াড়দের নিয়ে ১৬ মার্চ বেলা ১১ টায় এনএসআরসিসি-র ইন্ডোর হল-এ সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে। এতে সকল সাব ডিভিশন, জেলা তথা সারা রাজ্য থেকে সাব-জুনিয়র ক্যাটাগরির খেলোয়ারদের অংশ নিতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। সিলেকশন কমিটিতে সুবীর দত্ত, শ্রীমতি চম্পা ঘোষ এবং বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে কয়েকজন উপস্থিত থাকবেন বলে ত্রিপুরা অ্যামেচার কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হুলু পাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

শুল্কযুদ্ধের মাঝেই ফুটবল বিশ্বকাপ

২০২৬-র বিশ্বকাপের আয়োজক একসঙ্গে তিনটি দেশ। আমেরিকা ছাড়াও আছে মেক্সিকো ও কানাডা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে চড়া শুল্কনীতির কারণে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে মেক্সিকো ও কানাডার। তাতে অবশ্য মজাই পাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর মতে, এই উত্তাপের জেরে টুর্নামেন্টের উত্তেজনা আরও বাড়বে।

বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য বিশেষ টাস্ক ফোর্স তৈরি করেছে হোয়াইট হাউস থেকে। যার শীর্ষে রয়েছেন খোদ ট্রাম্প। ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর উপস্থিতিতে বিশ্বকাপের টাস্ক ফোর্সের কথা ঘোষণা করেন তিনি। মূলত নিরাপত্তা ও আয়োজনের খুঁটিনাটি দেখভাল করবে এই সংগঠন। ট্রাম্পের নিজের কথায়, "সব কিছু যাতে নিখুঁত ভাবে চলে, সেই বিষয়ে আমরা সব রকম প্রস্তুতি নিচ্ছি।"

এই প্রথমবার ৪৮টি দেশ নিয়ে হতে চলেছে বিশ্বকাপ। ১০৪টি দেশের মধ্যে ৭৮টি ম্যাচ হবে আমেরিকায়। যেখানে মেক্সিকো ও কানাডায় হবে ১৩টি করে ম্যাচ। কিন্তু 'শুল্কযুদ্ধে'র মধ্যে তিন দেশের মধ্যে তালমিল রেখে ঠিকভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন সম্ভব? ট্রাম্পের সপাট উত্তর, "উত্তেজনা তো ভালো জিনিস। সেটা বিশ্বকাপের উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে দেবে।"

উল্লেখ্য, ডোনাল্ড ট্রাম্প সাদা বাড়ির দখল নেওয়ার পরই মার্কিন বাণিজ্যনীতিতে বিরাট রদবদল এনেছেন। স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, যে দেশ আমেরিকার উপর শুল্ক চাপায়, তাদের উপর পালটা শুল্ক চাপাবে আমেরিকাও এবং এই শুল্ক ৩৫ শতাংশ পর্যন্তও হতে পারে বলে জানিয়ে দেন ট্রাম্প। সেইমতো কানাডা ও মেক্সিকোর উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়। কিন্তু ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে মার্কিন স্টক মার্কেটে। যে কারণে আগামী ২ এপ্রিল পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বজায় থাকবে।

ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ৩০ মার্চ, শীঘ্রই ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়েছে। আগামী ৩০ মার্চ নির্বাচনের তারিখ ধরে, নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষিত হতে যাচ্ছে। সরকারিভাবে এখনও কোনও ঘোষণা নেই। তবে আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে প্রস্তুতি জোর কদমে। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালন কমিটি গঠনের নির্বাচন। ঘটা করে ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশন তার অনুমোদিত সমস্ত ক্রীড়া সংগঠনের কর্মকর্তা তথা সভাপতি, সম্পাদক এবং অন্যান্য পোর্ট ফোলিও পদাধিকারীদের নিয়ে আজ, রবিবার এক ম্যারাথন বৈঠকে বসে এ বিষয়ে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এডহক কমিটির মেয়াদকাল সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে জরুরি বার্তায় ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাংবিধানিক রূপরেখার ইংরেজি অনুবাদ চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

অনতিবিলম্বে তা প্রেরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাংবিধানিক রূপরেখা দিল্লিতে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের টেবিলে পৌঁছুলেই নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালন কমিটি গঠনের সবুজ সংকেত আসবে। এদিকে সাংগঠনিক কিছু সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনে একটি নতুন বিল বা আইন পাশ হতে যাচ্ছে, যার মাধ্যমে সোসাইটি রেজিস্ট্রার তাঁর ক্ষমতা বলে কোনও সংগঠন অবৈধ এবং অনৈতিক কার্যকলাপে অভিযুক্ত প্রমাণিত হলে সেই সংগঠনকে বাতিল বলে গণ্য করতে পারে। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নিখুঁত গঠনকল্পে এই বিষয়েরও আবশ্যকতা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। রাজ্য ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নকল্পে আগামী দিনে বিশেষ কিছু ঘটতে চলেছে বলে অনুমান।

পিটিএজি ও এম বি বি স্টেডিয়ামে আজ থেকে সর্বভারতীয় ভিজ্জি ট্রফি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রতিটি দলেই রয়েছে রঞ্জি তারকার মতো প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটার। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ক্রিকেটাররা আগামীকাল আগরতলার মাঠে নামছে। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। প্রথমবারের মতো আগরতলায় জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আয়োজক ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড। ব্যবস্থাপনায় ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। সর্বভারতীয় ভিজ্জি ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। জোন ভিত্তিক সেরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলসমূহ এতে অংশ নিচ্ছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও নর্থ জোন, ইস্ট জোন, সাউথ জোন এবং ওয়েস্ট জোন এই চারটি জোন ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামীকাল (সোমবার) থেকে শুরু হচ্ছে। ক্রিকেটাররা আগরতলায় পৌঁছে দু-তিন দিন ধরে অনুশীলন করে নিয়েছেন। ১৪ মার্চ পর্যন্ত চারদলীয় গ্রুপ লিগের ছয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ১৬ই মার্চ হবে ফাইনাল ম্যাচ। খেলাগুলি হবে এমবিবি স্টেডিয়াম এবং নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে। আগামীকাল প্রথম দিন এমবিবি স্টেডিয়ামে নর্থ জোন খেলবে ইস্ট জোনের বিরুদ্ধে।

একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সাউথ জোন ও ওয়েস্ট জোন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ১১ মার্চ বিরতির পর ১২ মার্চ এমবিবি স্টেডিয়ামে নর্থ জোন খেলবে ওয়েস্ট জোনের বিরুদ্ধে। একই সময়ে ইস্ট জোন এবং সাউথ জোন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ফের ১৪ মার্চ এমবিবি স্টেডিয়ামে নর্থ জোন এবং সাউথ জোন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ইস্ট জোন ও ওয়েস্ট জোন পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। লীগ পর্যায়ের ম্যাচ থেকে সেরা দুটি জোন দল ১৬ মার্চ এম বি বি স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থারই প্রশংসা জয় শাহর আইসিসির

পাকিস্তানে নিরাপদ নন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এই কারণ দেখিয়েই ওয়াঘার ওপারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যায়নি টিম ইন্ডিয়া। অথচ টুর্নামেন্ট শেষে সেই পাকিস্তানেরই নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করে গেল আইসিসি। যে আইসিসির চেয়ারম্যান আবার ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ছেলে তথা প্রাক্তন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ।

এমনিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পাকিস্তান পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে গত মঙ্গলবার। ভারত যোগ্যতা অর্জন করায় রবিবারের ফাইনাল হবে দুবাইয়ে। সার্বিকভাবে একাধিক দেশ পাকিস্তানে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করলেও মোটামুটি নির্বিঘ্নেই মিটেছে গোটা টুর্নামেন্ট। সেভাবে নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন ওঠেনি। সেকারণেই পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে দরাজ সার্টিফিকেট দিল জয় শাহর আইসিসি। নির্বিঘ্নে প্রতিযোগিতার আয়োজন করায় পাকিস্তান পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছে আইসিসি।

আইসিসির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক ডেভ মাস্ক বলছেন, "আমি পাকিস্তান পুলিশকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। পাকিস্তান পুলিশ এবং সেনা যেভাবে প্রতিযোগিতার সুরক্ষার ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছেন, সেটা অনবদ্য। পাকিস্তানে খেলতে যাওয়া নিয়ে অনেক দলই সংশয় প্রকাশ করেছিল। আমার ব্যক্তিগত ভাবে কোনও সংশয় ছিল না। নিরাপত্তারক্ষীরা গোটা বিষয়টা পেশাদারিত্বের সঙ্গে মিটিয়েছেন। গোটা টুর্নামেন্টে ক্রিকেটার বা দর্শকদের কোনও অসুবিধা হয়নি।" উল্লেখ্য, নিরাপত্তার কারণে ভারত পাকিস্তানে খেলতে না চাওয়ায় টুর্নামেন্টটি হাইব্রিড মডেলে করতে হয়েছে আইসিসিকে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আইসিসির চেয়ারম্যান হিসাবে সেই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেন খোদ জয় শাহ। যার ফলে টিম ইন্ডিয়ার সব ম্যাচ হচ্ছে দুবাইয়ে। ভারত না গেলেও টুর্নামেন্টে যাতে কোনওরকম গোলযোগ না হয় সেটা নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান। এবার আইসিসির প্রশংসাও পেয়ে গেল তাঁরা। তাহলে কি ঘুরপথে ভারতের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ নাকচ করে দিল আইসিসি?

আইপিএলের আগে সহকারী কোচ বাছল কেকেআর

নতুন অধিনায়কের পর এ বার আইপিএলের আগামী মরসুমের আগে নতুন সহকারী কোচ বেছে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। তিন দেশে কোচিং করানো তারকাকে নিল গত বারের চ্যাম্পিয়ন দল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার ওটিস গিবসনকে সহকারী কোচ করেছে কেকেআর। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত টেস্ট ও এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন গিবসন। ৬৫০-এর বেশি প্রথম শ্রেণির উইকেট রয়েছে এই পেসারের।

কোচ হিসাবে আগে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা দলে ছিলেন গিবসন। ২০০৭-২০১০ ও ২০১৫-২০১৭ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের বোলিং কোচ ছিলেন গিবসন। মাঝে ২০১০-২০১৪ সাল পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। সেই সময়ই ২০১২ সালে প্রথম বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২০১৭-২০১৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় দলের প্রধান কোচ ছিলেন গিবসন। অভিজ্ঞ গিবসনকে এ বার নিজেদের দলে নিল কেকেআর।

গৌতম গম্ভীর ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার পরে মেন্টর হিসাবে ডোয়েন ব্রাভোকে সই করিয়েছিল কেকেআর। গম্ভীরের সঙ্গে তাঁর সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারও চলে গিয়েছেন। তিনি ভারতীয় দলের সহকারী কোচ হয়েছেন। নায়ারের জায়গায় এ বার ব্রাভোর দেশেরই গিবসনকে নিয়েছে কলকাতা।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পূজা দিলেন নাড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। আজ উদয়পুরের মাতাবাড়িতে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে গিয়েছেন সর্বভারতীয় সভাপতি তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা।

সস্ত্রীক সর্বভারতীয় সভাপতি তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা মন্দিরে পুজো দিয়েছেন ও মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন।

তাঁর পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, সাংসদ ডাঃ সম্বিত পাত্রা, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। এদিন মায়ের মন্দিরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছেন গোমতী জেলা শাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা।

সাংবাদিক আক্রান্ত, অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি টিডব্লিউজে- র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাই বাড়িতে আক্রান্ত হলেন ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার সাংবাদিক বিপ্লব বৈদ্য। সিনিয়র সাংবাদিক বিপ্লব বৈদ্য আজ ৯ মার্চ সোমবার জোলাইবাড়ি দ্বাদশ স্কুলের প্লাটিনাম জুবিলির অনুষ্ঠানের খবর সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরার পথে জোলাইবাড়ির স্কুল রোডে দুই সমাজদ্রোহী দুস্কৃতির হাতে আক্রান্ত হন। খুনের ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত বিশু নম: ও মিঠুন বনিক নামে দুই দুর্বৃত্ত বিপ্লব বৈদ্যকে দেখেই বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে।পিছুধাওয়া করে প্রকাশ্য রাস্তায় মারধর করতে শুরু করে। বিশু নম: সাংবাদিক বিপ্লব বৈদ্যর পথ আগলে তাকে দৈহিকভাবে আক্রমণ করে। দুই দুর্বৃত্ত মিলে তাকে মারধর করতে শুরু করলে তিনি তাদের হাত থেকে কোনরকমে পালিয়ে নিজেকে রক্ষা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে মহকুমার সাংবাদিকরা জোলাইবাড়িতে সমাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছুটে যান। আহত সাংবাদিককে জোলাইবাড়ি সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান সাংবাদিকরা। ঘটনা জানিয়ে বাইখোড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সাংবাদিকদের যথোপুযুক্ত নিরাপত্তা প্রদানের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ব বিদ্যালয় একলব্য পরিসরে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় একলব্য পরিসরে বিগত ৮ ই মার্চ, ২০২৫ তারিখে একলব্য পরিসরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জিগীসা পূজারী মহোদয়া। তিনি তাঁর ভাষণে, আন্তজার্তিক নারী দিবসে সকল স্তরের নারীদের এই দিনে অভিনন্দন ও অভিবাদন জানিয়েছেন। সমাজে নারীদের সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পুরুষসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। সমানাধিকার এবং সম্ভাবাপন্ন মনোভাব নিয়ে নারী ও পুরুষরা এগিয়ে আসলে বৈষম্যহীন সমাজ তথা দেশগঠন সম্ভবপর বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাছাড়া আজকের এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সমাজসেবী দিপালী দেববর্মা এবং সিপাইপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুখিনী দেববর্মা মহোদয়াও উপস্থিত ছিলেন। একলব্য পরিসরের বৌদ্ধ দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অবধেশ কুমার চৌবে মহোদয় এই অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথির আসন অলংকৃত করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ লিখন প্রতিযোগিতা এবং ভাষণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। একলব্য পরিসরের সমস্ত মহিলা কর্মচারীদের আজ বিশেষ সসম্মনা প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে আজ ৯/২/২০২৫ একলব্য পরিসরে রেলির আয়োজন করা হয়। এই রেলিতে পরিসরের শিক্ষিকা, কর্মচারীসহ ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন।

উত্তপ্ত মণিপুরের কাংপোকপি, কুকিজো গোষ্ঠীর অনিদিষ্টকালের বন্ধের ডাক

ইমফল, ৯ মার্চ (হি.স.) ।। মণিপুরের কাংপোকপি জেলার পরিস্থিতি আপাত শান্ত হলেও বিরাজ করছে টান টান উত্তেজনা। গতকাল শনিবার নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংগঠিত সংঘর্ষের বিরুদ্ধে আজ রবিবার কুকি-জো গোষ্ঠীগুলির ডাকা অনির্দিষ্টকালের বনধ চলছে। বনধ-এর জেরে জেলার স্বাভাবিক জীবন প্রভাবিত হয়েছে।

জেলা পুলিশের জনৈক উর্ধতন আধিকারিক জানিয়েছেন, কাংপোকপি জেলার গামঘিফাই এবং জেলার অন্যান্য অংশে ইমফল-ডিমাপুর সংযোগকারী ২ নম্বর জাতীয় সড়কে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সংঘর্ষস্থল এবং স্পর্শকাতর পার্শবর্তী অঞ্চলে যান এবং হেলিকপ্টারের মাধ্যমে টহল দিচ্ছে সেনা ও আধা সামরিক বাহিনী।

আধিকারিকটি জানান, গতকাল (শনিবার) কাংপোকপি জেলার বিভিন্ন স্থানে কুকি বিক্ষোভকারী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে এক বিক্ষোভকারী নিহত এবং মহিলা ও পুলিশ সহ ৪০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। নিরাপত্তা বাহিনীর অন্তত পাঁচটি গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, গাড়িগুলির উইন্ডশিল্ড ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে।

মণিপুর পুলিশের আধিকারিক জানিয়েছেন, কুকি বিক্ষোভকারীদের হামলায় ২৭ জন নিরাপত্তা কর্মী আহত হয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা পাথর ছুঁড়ে মারছিল, রাস্তায় বিশাল বিশাল পাথর ফেলে, টায়ারে আগুন ধরিয়ে এবং গাছ কেটে রাস্তা অবরোধ করেছিল।

তিনি জানান, মূলত গত ১ মার্চ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রী অমিত শাহের পৌরোহিত্যে মণিপুরের নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি পর্য্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই বৈঠকে ৮ মার্চ (গতকাল শনিবার) থেকে মণিপুরে নাগরিকদের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওই নির্দেশের পর রাজ্য জুড়ে ব্যাপক সতর্কতামূলক অভিযান চালায় সেনা ও আধাসেনার যৌথ নিরাপত্তা বাহিনী।

গতকাল শেষ-বিকালে কাংপোকপি জেলার গামগিফাই এলাকায়. ইমফল-কাংপোকপি-সেনাপতি রুটে চলাচলকারী মণিপুর রাজ্য পরিবহণ (এমএসটি)-এর একটি যাত্রীবাহী বাসে পাথর ছুঁড়তে থাকে এক দল দুষ্কৃতী। সে থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাত। আচমকা দলে দলে কুকি গোষ্ঠীর মানুষ রাজপথে নেমে আসলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। গভীর রাত পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর চলমান অভিযানের বিরোধিতা করে রাজপথে নেমে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে লিপ্ত হয় কুকি-জো গোষ্ঠীর দল। বিক্ষোভকারী কুকিরা গুলতি দিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা চালায়। কেবল গুলতি বা পাথর ছোঁড়াই নয়, বিক্ষোভকারীদের মধ্য থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর দিকে গুলি চালানোর ঘটনাও ঘটেছে। যার পাল্টা জবাব দেয় নিরাপত্তা বাহিনী। প্রথমে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে নিরাপত্তা বাহিনী। তাতে কোনও কাজ না হওয়ায় নিরাপত্তা বাহিনীকে শূন্যে গুলি ছুঁড়তে হয়েছে।

এদিকে 'ইন্ডিজেনাস ট্রাইবালস ফোরাম' (আইটিএলএফ) এবং কুকি-জো কাউন্সিল (কেজেডসি) আজ (রবিবার) থেকে আহূত অনির্দিষ্টকালের বনধ-এ স্বাভাবিক জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আইটিএলএফ-এর পক্ষ থেকে এক বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, 'ভারত সরকার কর্তৃক কুকি-জো অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে মেইতইদের অবাধ চলাচল করতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার বিরোধিতা করে কাংপোকপিতে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়। এতে নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের ওপর সংঘাতিক বলপ্রয়োগ করেছে। তাই কুকি-জো অধ্যুষিত সব এলাকায় আহূত অনির্দিষ্টকালের বনধ ডাকা হয়েছে।' 'কেন্দ্রীয় সরকারের ওই নির্দেশের বিরুদ্ধে গতকাল যারা প্রতিবাদ করতে বেরিয়েছিলেন তাদের সকলকে আমরা সম্মান করি,' বলা হয়েছে আইটিএলএফ-এর বিবৃতিতে।

প্রাণনাশের হুমকি পেয়ে প্রাক্তন স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা শিক্ষিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ মার্চ।। একবার প্রাক্তন স্বামীর প্রাণঘাতী হামলার পর প্রাণে বেঁচে গেলেও ফের মেরে ফেলার হুমকি পেলেন শিক্ষিকা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি কৈলাসহরের।

সরকারি স্কুলের শিক্ষিকাকে ধারালো দা দিয়ে মাথায় এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আক্রমণকারী পালিয়ে গিয়ে ১৭ দিন পর ফের ফোন করে খুনের হুমকি দিলো সরকারি স্কুলের শিক্ষিকাকে। ভীত সন্ত্রস্ত অসহায় সরকারি শিক্ষিকা প্রানভিক্ষা চাইলো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। ঘটনা কৈলাসহরের পাখিরবাদা গ্রামে।

উল্লেখ্য, কৈলাসহরের ইছবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নং ওয়ার্ডের পাখিরবাদা গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা রুখিয়া বেগম। রুখিয়ার জন্মের পর থেকেই রুখিয়ার মা মানসিক অবসাদগ্রস্ত। রুখিয়ার বাবা পেশায় দিনমজুর। অভাব অনটনের মধ্যেই রুখিয়া কৈলাসহর কলেজ থেকে ২০১৮ সালে রাস্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পাশ করে ২০২২ সালে টেট সম্পন্ন করে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারি স্কুলের শিক্ষিকার চাকুরী পায়। রুখিয়া ঊনকোটি জেলার পেচারতলের নালকাটা এডিসি ভিলেজের অন্তর্ভুক্ত এক সরকারি স্কুলে শিক্ষিকতা করে। রুখিয়া কৈলাসহরের স্থানীয় সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানায় যে, কয়েক বছর পূর্বে কৈলাসহরের পশ্চিম ইয়াজিখাওড়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল জলালের সাথে ফোনের মাধ্যমে পরিচয় হয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি কৈলাসহর আদালতে রেজিষ্ট্রি করে দুজনের বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক দিন পর রুখিয়া জানতে পারে যে, আব্দুল জলাল রুখিয়াকে বিয়ে করার পূর্বে আরও দুটি বিয়ে করেছে এবং আব্দুল জলালের চার পাঁচটি সন্তানও রয়েছে।

এসব জেনে বিয়ের ১৮ দিন পর ২০২৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি রুখিয়া কৈলাসহর আদালতে আব্দুল জলালকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। এই ডিভোর্স দেওয়ার পর থেকে রুখিয়ার জীবনে একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে রুখিয়া ঘুম থেকে উঠে প্রাকৃতিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির সমাবেশকে ঘিরে রাজ্যে জনউচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বিজেপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে অগণিত মানুষ সমবেত হয়েছে রবিবার। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার উপস্থিতিতে রবিবার বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সারা রাজ্য থেকে বিজেপির নেতাকর্মী সমর্থকরা সমাবেশে যোগদান করেন। গাড়ি ট্রেন বোঝাই করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সকাল থেকেই সমাবেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে দেখা যায়। আগরতলা শহরে মিছিল করে তারা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এসে হাজির হন। বিজেপির মিছিল ও সমাবেশকে কেন্দ্র করে রবিবার সকাল থেকেই রাজধানী আগরতলা শহরে ব্যাপক ট্রাফিক জ্যাম পরিলক্ষিত হয়। সকাল থেকেই গোটা শহর বিজেপির দখলে ছিল। স্লোগানের স্লোগানে মুখরিত দলীয় কর্মী সমর্থকরা ময়দানে সমবেত হন এদিন। কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়।

নরসিংগড় জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। নরসিংগড় জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবিবার আইন বিষয়ক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার অপাংশু মোহন লোধ স্মৃতিকে সামনে রেখে বিভিন্ন আইন বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় নরসিংগড় জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মাননীয় দীপক গুপ্তা, ছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি অরিন্দম লোধ সহ অন্যান্যরারা।

পালিয়ে গেল বাংলাদেশী নাগরিক, পড়ে ফের আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলমচৌড়া , ৯ মার্চ।। শৌচালয়ে যাওয়ার নাম করে থানা থেকে পালিয়ে গেল এক বাংলাদেশি নাগরিক। যদিও পরে তাকে বাজার এলাকা থেকে আটক করে পুলিশ।

আজ সকাল ১১ টার সময় কলমচৌড়া থানা থেকে এক বাংলাদেশী যুবক আজহার হোসন শৌচালয়ে যাবার নাম করে পালাতে গেলে কলমচৌড়া থানার পুলিশ ওই বাংলাদেশি যুবককে বক্সনগর চৌমুহনী বাজার মোটর স্ট্যান্ড এলাকা থেকে আটক করে। পরবর্তী সময়ে এসআই অসীম দাসের নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী ওই বাংলাদেশী যুবককে ধরে পুনরায় কলমচৌড়া থানায় নিয়ে এসে লকাপ বন্দী করে। ঘটনার বিবরণের জানা যায় আজ থেকে দুইদিন আগে বাংলাদেশ থেকে মেহেন্দি পাচার চলাকালীন সময়ে আশাবাড়ি সীমান্তে আটক হয় এই বাংলাদেশী যুবক।

তার নাম আজার হোসাইন। তার বাড়ি বাংলাদেশ শশীদল ইউনিয়নের আশাবাড়ি এলাকায়। উক্ত ঘটনায় বক্সনগর এলাকায় বিরাট চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

রাজ্যে দুই সাংবাদিক খুনের তদন্ত হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ ।। রাজ্যের বিগত বাম সরকারের প্রতি তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এক জনসমাবেশে তিনি বলেন, পূর্বতন সরকারের সময় রাজ্যে দুই সাংবাদিক খুন হয়েছিল, এবং তা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরা এখন উগ্রপন্থী মুক্ত এবং রাজ্যে সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন হচ্ছে।

তিনি দাবি করেন, বিজেপি সরকারের শাসনে এখন পর্যন্ত ১৬,৪৫১ জন যুবক-যুবতী রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি পেয়েছেন, এবং আগামী দিনে আরও ৮,০০০ নতুন চাকরি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ত্রিপুরা রাজ্য সারা ভারতবর্ষে শতকরা হিসেবে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছে।

মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটেছে এবং রাজ্য সরকারের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজ্যের মাথাপিছু আয় ছিল ১,৪৪৪ টাকা, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৭৭,৪২৩ টাকায়। রাজ্য সরকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে ত্রিপুরার জিডিপি বৃদ্ধির উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তিনি বলেন, ২০১৮ সালে ত্রিপুরা ৩৫ বছরের অপশাসন থেকে মুক্ত হয়ে বর্তমান উন্নয়ন পথে এগিয়ে যাচ্ছে, আর এর পেছনে সিপিআইএমের খুন, সন্ত্রাস ও উগ্রবাদী কার্যক্রমের অবসান ঘটেছে।

সিপিএম সমর্থকের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ক্ষতি ২০ লাখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। আবারও বড়জলায় সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটলো। সিপিআইএম সমর্থক এবং দলের ঘনিষ্ঠ কমরেড কাজল সেনগুপ্তের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়ে বোমা নিক্ষেপ এবং অগ্নিসংযোগ করেছে। এতে কাজল সেনগুপ্তের একটি ঘরসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রাথমিক ভাবে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ লাখ টাকা বলে জানিয়েছেন তিনি।

ইতিপূর্বে তার বাড়ির কাছের রাবার বাগানেও আগুন লাগানো হয় বলেও জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফলস্বরূপ ঘটেছে বলে অনুমান করছেন স্থানীয়রা।

উষা বাজারের কল্যাণ সেন পাড়া এলাকার বাসিন্দা কাজল সেনগুপ্ত বাম আমলে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তিনি বাম শাসনকালে জনগণের কম ক্ষয়ক্ষতি করেননি। তবে তার বাড়িতে এমন হামলা এবং অগ্নিসংযোগ একটি অনভিপ্রেত ঘটনা। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষক সংঘের উদ্যোগে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর , ৯ মার্চ।। আজ ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষক সংঘের উদ্যোগে 'শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শীর্ষক' আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রের ২ নং কনফারেন্স হলে। প্রধান বক্তা ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ধলেশ্বরের সম্পাদক স্বামী অমর্ত্যানন্দ মহারাজ। আজ উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রের ২ নং কনফারেন্স হলে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক তথা স্বামী অমর্ত্যানন্দ মহারাজ।অন্যান্যদের মধ্যে বিশে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষক সংঘের গোমতি জেলার প্রাক্তন সভাপতি তপন মজুমদার , অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নিত্য গোপাল দেবনাথ,অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তথা শিক্ষক সংঘের গোমতি জেলার উপদেষ্টা কমিটির সদস্যা স্বপ্না সরকার নিয়োগ।প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পর উল্লিখিত বক্তারা শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শীর্ষক আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক ছিলেন ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী অমর্ত্যানন্দ মহারাজ। স্বামী অমর্ত্যানন্দ মহারাজ উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে খুব সুন্দর ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন -এতে উপস্থিত সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলেই অনুষ্ঠানের সাফল্য সম্পর্কে কোন দ্বিমত পোষণ করেননি। এই ধরনের আলোচনা যদি প্রত্যেকটা স্কুলে করা যায় তাহলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা অবশ্যই তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সম্পর্কে অনেক সচেতন হবেন বলে উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকারা অভিমত ব্যক্ত করেন। স্বামী অমর্ত্যানন্দ মহারাজ বলেন শিক্ষকরা যদি তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতো তাহলে সরকারের পক্ষে সরকারি কর্মচারী অথবা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি নেওয়ার জন্য ই-অ্যাটেনডেন্স এর প্রয়োজন ছিল না। তাই এ বিষয়ে শিক্ষকদের আরো সচেতন হওয়ার অনুরোধ করেন। রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রের দুই নং কনফারেন্স হলে রাজ্য শিক্ষক সংঘের সদস্যদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে বামুটিয়ায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মার্চ।। বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে সাব মার্সিবাল, ও সোলার লাইট স্থাপন করা হল বামুটিয়ায়। বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে জনগণের স্বার্থে জলের পাম্প, সোলার লাইট স্থাপন করলেন বামুটিয়ার বিধায়ক। বিভিন্ন বাঁধা বিপত্তির অবসান করে অবশেষে জনগণের স্বার্থে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল জনগনের জন্য খরচ করতে সক্ষম হন তিনি। বিভিন্ন সময় দেখা গিয়েছে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল জনস্বার্থে খরচ করার জন্য বিধায়ক নয়ন সরকারকে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের দ্বারস্ত হতে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেছিলেন বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে জনগনের জন্য কাজ করতে পারছেন না। অবশেষে সব বাঁধা বিপত্তির অবসান হলো। বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে দুর্গাবাড়ি এলাকায় কৃষকদের স্বার্থে বসানো হলো সাব মর্সিবাল ওয়াটার পাম্প, বিভিন্ন এলাকায় বসানো হলো সোলার লাইট। যাতে করে জনগন রাতের বেলায় যাতায়াত করতে সুবিধা পান। এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিধায়ক বলেন অবশেষে বিভিন্ন অদৃশ্য বাঁধা বিপত্তির অবসান হলো। তিনি জনগনের স্বার্থে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে একাধিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে বল্লভভাই প্যাটেলের মর্মরমূর্তি পরিত্যক্ত অবস্থায়, ক্ষোভ

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

আগরতলা, ৯ মার্চ : কুমারঘাটে বল্লভভাই প্যাটেলের মর্মরমূর্তি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সন্ধ্যার পর ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকছে দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম চরমপন্থী নেতা ছিলেন বল্লভ ভাই প্যাটেল। দেশ স্বাধীনতার পর উনিই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কৃপা না থাকার কারণে তিনি প্রধান মন্ত্রী হতে পারেননি। গান্ধী পরিবারের বিপরীত স্রোতে তোলার কারণে বল্লভ ভাই প্যাটেল এমন গুরুত্ব পায়নি বলে বিজেপি দলের অভিযোগ। ২০১৪ সালে দিল্লিতে বিজিপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বল্লভ ভাই প্যাটেল এর গুরুত্ব বেড়ে যায়। গুজরাটে বল্লভ ভাই প্যাটেলের আকাশচুম্বী মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। পিছিয়ে নেই এই ত্রিপুরা রাজ্যও। রাজ্য সরকার কর্তৃক এ রাজ্যেও বল্লভ ভাই প্যাটেলের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই মুতাবেক কুমারঘাট শহরের হালাইমুড়া দুই নদীর সংযোগস্থলে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় করে বল্লভ ভাই প্যাটেলের মর্মর মূর্তি বসানো হয়।

ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লি থেকে বিশেষ যানবাহনের মাধ্যমে কুমারঘাটে বল্লভ ভাই প্যাটেলের পাথরের মূর্তি আনা হয়। মহকুমা প্রশাসনের পরিচালনায় মহাধুমধামে বল্লভ ভাই প্যাটেলের পাথরের মূর্তি বসানো হয়। মূলত প্রাক্তন মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভগবান দাসের হাত ধরে ৩১ অক্টোবর ২০২২ সালে এই মূর্তি বসানো হয়। উদ্বোধনের পর প্রথম কয়েক মাস বল্লভ ভাইকে নিয়ে অনেক দৌড়ঝাপ করা হয়। কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে বল্লব ভাই প্যাটেল গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

বিগত প্রায় দেড় বছর ধরে কুমারঘাট দেও নদীর পাড়ে বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রায় অযত্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সূর্য ডোবার সাথে সাথে বল্লভ ভাই প্যাটেল এর মর্মর মূর্তিটিও অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। কেননা সেখানে কোন লাইটের ব্যবস্থাও করা হয়নি। সন্ধ্যার পর এই এলাকা সমাজদ্রোহীদের দখলে চলে যাচ্ছে। অযত্ন এবং অবহেলায় মর্মর মূর্তির বেসমেন্ট এর বেশ কিছু অংশ ভেঙ্গে নিচে পড়ে গেছে।

কেউ কোন খোঁজ খবর রাখছে না। এর মধ্যে হালাইমুড়া এলাকায় পানীয় জলের একটি ট্রিটম্যান প্ল্যান্টের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্ল্যান্টের কাজ করতে গিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ বল্লভ ভাই প্যাটেলের কে দেখার সুযোগ পাচ্ছে না। বলা যায় সম্পূর্ণ ভাবে অবহেলা শিকার হয়েছে কুমারঘাটে অবস্থিত বল্লভ ভাই প্যাটেলের বসানো মূর্তি। এই ব্যাপারে কুমারঘাট পৌর পরিষদ এবং কুমারঘাট মহকুমা প্রশাসনকে দায়ী করছে কুমারঘাটবাসি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas